সাপ্তাহিক

Regd. No. C—2106

মোস্‌লেম
THE MUSLEM

৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

47, RiPon Street, Calcutta.

বার্ষিক মূল্য ভারতে ৩৲ ও বিদেশে ৫৲ টাকা	প্রধান সম্পাদক—এ, কে, ফজলুল হক, এম-এ, বি-এল, এম-এল-সি,	প্রতি সংখ্যা /০ এক আনা মাত্র
১ম বর্ষ	৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৪০ সাল ; ২০শে নবেম্বর, ১৯৩৩ ইং ; ১লা শাবান ১৩৫২ হিজরী	৩য় সংখ্যা

মৌলবী মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন এম, এ, সঙ্কলিত

কোরানের আলো

কোরআনের অমিয় বাণীর সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ। কোরআনের অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, অমূল্য উপদেশাবলী ও পবিত্র ধর্ম্মকথার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে ইহা পাঠ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। হানাফী, ষ্টেট্‌সম্যান, বেঙ্গলী, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, সঞ্জীবনী, এডভান্স, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকা দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ৸০ বার আনা, বাঁধাই এক টাকা মাত্র। সোল ডিষ্ট্রিবিউটর—হোসেন উদ্দিন আলাউদ্দিন আহমদ, ৮৬।১০, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—কলিকাতা—মখদুমী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, ইম্পায়ার বুক হাউস. ১৫, কলেজ স্কোয়ার, শরিয়ত লাইব্রেরী, ৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী, ৮৪, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট। ঢাকা—প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী।

"মুসলিম বুক ডিপো"—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হজরত মোজাদ্দেদ আলফ্‌সানীর জীবন চরিত

(মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রব্‌ কোরেশী প্রণীত)

নক্‌শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোজাদ্দেদ আলফ্‌সানী সাহেব, যাহার অনাবিল তরিকা অনুসরণ করিয়া ভারতের অধিকাংশ ওলামা ও আউলিয়া অদ্যাবধি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই মহান কুতুবল আক্‌তারের বিস্তৃত জীবনী বহু আরবী, ফার্সি ও উর্দ্দু কেতাব সমূহ অবলম্বনে, অতি সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গলা ভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। হজরত কিরূপে জীবন যাপন ও এবাদত করতঃ তাসাউফের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) অনুগ্রহ এবং প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, তাহারই একটী উজ্জ্বল চিত্র এই পুস্তকের পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং জন-সাধারণ কর্ত্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের সর্ব্ব-জন-মান্য পীর ও মোরশেদ হজরত মওলানা শাহ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেবও তাঁহার মুরিদান ও সর্ব্বসাধারণকে এই মহান আউলিয়ার জীবন-চরিত পাঠ করিতে উপদেশ দেন। উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান এন্টিক কাগজে মুদ্রিত এবং ইম্পিরিয়াল সিল্ক কাপড়ে বাঁধান। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—ম্যানেজার, "মোসলেম বুক এজেন্সি"
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শীত বস্ত্রের বিপুল আয়োজন

পাইকারী দরে খুচরা বিক্রয়

আমরা এবার যাবতীয় শীতকালের উপযোগী কোট, প্যাণ্ট, সার্ট পাঞ্জাবী, সেমিজ, ফ্রক, শাল, আলোয়ান, মলিদা, লুই, লালইমলি ও ধারিয়াল মিলের সোয়েটার, পুলওভার, জারসি কোট ও কম্বল এবং সর্ব্বপ্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যের অভূতপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অছেল মোল্লা এণ্ড কোং

ফোন নং ৪০৭২ কলিঃ
৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (নিউ বিল্ডিং) কলিকাতা।

THE EASTERN TIMES

A Paper Run by Muslims

For Muslims.

Correspondents All Important Cities of the Muslim World.

Complete News Service

A Daily, that is a Newspaper at the same time always a Staunch and Fearless Champion of the

Muslims Cause

Rates of Subscription

		Muffassil.
Yearly	...	Rs. 22 8
½ yearly	...	„ 11 4
Quarterly	...	„ 5 10

Manager [illegible]

119, Circular Road, Lahore.

ইসলামিয়া মিউচ্যুয়েল বেনিফিট সোসাইটী

হেড অফিস :—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত)

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের একমাত্র জীবনবীমা কোম্পানী সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এজেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

ভারতীয় তথা বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মাসিক অল্প চাঁদায় উচ্চহারে লাভ দেওয়াই এই সোসাইটীর বিশেষত্ব। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ১৮ হইতে ৫৫ বৎসর বয়সের সকল শ্রেণীর নর-নারীকে মেম্বর শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ডাক্তারী পরীক্ষার বাধা বিঘ্ন নাই। প্রতি কলে মাসিক চাঁদা ১৲ এক টাকার বেশী নহে, অথচ এককালীন ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাইবার সম্ভাবনা আছে। সময় থাকিতে এই সোসাইটীর সদস্য হইয়া ভবিষ্যতের জন্য অসহায় স্ত্রীপুত্রপরিবারের জন্য কিছু সংস্থান করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। সোসাইটীর নিয়মাবলী ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। সর্ব্বত্র এজেণ্ট :—অর্গনাইজার আবশ্যক। এজেণ্টদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং এজেণ্টস :—এস, আহমদ এণ্ড কোং, ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭।২ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেকার সমস্যা

মোসলমান যুবকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ

যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক চাকুরী অভাবে বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন তাঁহারা হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা করিয়া স্বাধীন ভাবে ও সসম্মানে প্রভূত টাকা উপার্জ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের সেবা করুন। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ বিবরণের জন্য—ডাক্তার এস খান, এম ডি, (আমেরিকান) ৪৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন।

রুবি কেমিক্যাল ওয়ার্কস

মহোপকারী ঔষধ ও তৈল

ইয়াকুতি হালুয়া

বল-বীর্য্য ও শুক্র বর্দ্ধক এবং ধাতু পুষ্টিকর সুস্বাদু হালুয়া

নানাবিধ দেশীয় বলকর উদ্ভিজ্জ ও মূল্যবান ধাতু দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত। এই উপাদেয় সুধা স্বাদে এবং সুগন্ধে যেমন রসনা-তৃপ্তিকর ও তেজস্কর তেমনি অনন্ত গুণের আধার বলিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই বিশেষ উপযোগী। ইহা সেবন করিলে শরীরের কৃশতা, শুক্রতারল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য পুরাতন মেহ দোষ, পুরুষত্বহানি, সামান্য উত্তেজনায় বীর্য্যপাত, প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষরণ, স্মৃতি শক্তির অল্পতা, দৃষ্টির ক্ষীণতা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি সকল প্রকার শুক্র ঘটিত উপসর্গ প্রশমিত হয়। শরীরে রক্তকণিকা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে থাকে এবং নূতন রক্তের প্রভাবে অচিরেই সমস্ত দেহ গোলাপী আভা ধারণ করে।

মূল্যাদি—(১ সপ্তাহের উপযোগী) ১ টিনের মূল্য ২৷৷০ টাকা, দুই সপ্তাহের ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। কিন্তু ১ মাসের ঔষধ এক সঙ্গে লইলে কেবলমাত্র ১০৲ টাকা পাঠাইলেই বিনা মাশুলে ঘরে বসিয়া ডাকে পাইবেন।

অম্ল-শান্তি

অম্ল ও অজীর্ণ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

এই ঔষধ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অম্ল, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অক্ষুধা, পেটভার, বমিভাব, কিম্বা বমি হওয়া, গলা জ্বালা ও বুক জ্বালা করা, অম্ল ঢেকুর উঠা, চোঁয়া ঢেকুর উঠা, কোষ্ঠবদ্ধতা, তরল দাস্ত হওয়া, পেট ফাঁপা, পেটে ব্যথা, মুখের বিস্বাদ নষ্ট হইয়া থাকে। নিয়মিত ব্যবহারে রীতিমত ক্ষুধা বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক হয়। যাহারা অজীর্ণ রোগের বহুতর ঔষধ সেবন করিয়া "অজীর্ণ রোগ সারে না" এই ভ্রান্ত ধারণায় হতাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবার এই ঔধধ ব্যবহার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা মাত্র।

দন্ত-সুহৃদ (বিশুদ্ধ মাজন)

দেশীয় দ্রব্য হইতে প্রস্তুত

ইহা নিত্য ব্যবহার করিলে দন্ত সুদৃঢ় হয় ও দীর্ঘকাল কার্য্যক্ষম থাকে এবং কোনরূপ দন্তরোগ জন্মিতে পারে না। দাঁত নড়া, দাঁতে ঠাণ্ডা জল লাগিলে কনকন করা, মাড়ি ফোলা, মাড়ি হইতে পুঁজ বা রক্ত পড়া, দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা প্রভৃতি এই চূর্ণ ব্যবহারে প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাতে দাঁতের পোকা সমূলে নষ্ট হয়। দন্ত নড়িয়া যাইলে যদি তাহা অন্ত অপেক্ষা উচ্চ না হয় তবে আবার দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হয়। যাঁহাদের ২।১টী দাঁত পড়িয়াছে তাঁহারা এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে আর দাঁত পড়িবার ভয় থাকিবে না। ইহা ব্যবহার করিলে দাঁত চকচকে ও মজবুত হয় ও সকল প্রকার দন্তরোগ বিদূরিত হয়। বাজারে প্রচলিত বিবিধ দন্ত-মঞ্জন অপেক্ষা ইহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ অথচ সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিফলে মূল্য ফেরত পাইবেন। ১৫ দিন ব্যবহারের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ৵০ আনা।

কুন্তল বিলাস

মহোপকারী সুগন্ধি কেশ তৈল

আজকাল বাজারে কেশতৈল যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট ও উপকারী কেশ তৈল এখনও সংখ্যায় অতি অল্প। কতকগুলি কেশতৈল তরল স্বচ্ছ জলের মত। সেগুলি হোয়াইট অয়েল অর্থাৎ এক প্রকার গন্ধহীন কেরাসিন তৈলে প্রস্তুত। উহা ব্যবহারে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। এইজন্য প্রকৃত সদিচ্ছা লইয়া বহু পরীক্ষার পর মস্তিষ্ক ও কেশের উপকারী "কুন্তল বিলাস" কেশ তৈল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা বিশুদ্ধ তিল তৈলের সহিত পুষ্পসারাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংযোগে তৈয়ারী। এই তৈল স্ত্রী ও পুরুষ, বালক বালিকা প্রভৃতি সকলের পক্ষেই মহোপকারী। জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, ছাত্রবৃন্দ মসীজীবিগণ যাঁহারা অধিকক্ষণ (Brain work) মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হন, তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ এই তৈল ব্যবহার করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ অর্জ্জন করিয়া দ্বিগুণ কার্য্য করিতে সক্ষম হউন। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল রাখে মনকে প্রফুল্ল করে এবং কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। চুল উঠা ও অকালে চুল পাকা নিবারণ করে।

প্রতি শিশির মূল্য ৸০ আনা, ১ ডজনের মূল্য ৭৲ টাকা, তিন শিশির কম ভিঃ পিঃ হয় না।

ম্যানেজার—

রুবি কেমিক্যাল ওয়ার্কস

২৬-বি, আগা মেহদি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোথায় কাপড় কেনা চাই ?

জি, এম, ডিন—(গোলাম মহীউদ্দিন)

৫ নং গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার বিলাতি ও দেশী ধুতি, শাড়ী, সার্টিং, কোর্টিং ও নানাবিধ সুতি, রেশমী ও পশমী বস্ত্র সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন সাহেবের গ্রন্থাবলী—

সাদীর কোলাম

শেখ সাদির শতাধিক সুললিত এবং বয়াত কবিতার বঙ্গানুবাদ। মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্রগণের মুখস্ত করিবার একান্ত উপযোগী। মূল্য ।৵০ আনা।

গুলিস্তাঁর গল্প

মহাকবি সাদীর বিশ্ব বিখ্যাত গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ। ৭৫টী অতুলনীয় গল্প ; প্রত্যেক গল্প আনন্দ ও উপদেশের অমিয় নির্ঝর। তৎসহ প্রায় দুই শত সুনীতিপূর্ণ পারসী বয়াত ও তাহাদের সুললিত কবিতার অনুবাদ। ১৯৭ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাধাই মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

অতি মনোহর ঔপন্যাসিক গল্প গুচ্ছ মিলন, কখরন-নেসা, নবীন ভাবুক, ছুটী বোন ও কল্পকুঞ্জ—এই পাচটী উপাদেয় গল্পে পুস্তকখানি গ্রথিত হইয়াছে। ইহার এক একটী গল্প যেন মনি-মুক্তা খচিত রত্নালঙ্কারের ন্যায় শোভা ও সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে। যাঁহারা মনোহর গল্প পাঠে পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা মিলন পড়িতে অনুরোধ করি। সুদৃশ্য সিল্ক বাঁধাই ; মূল্য ১৲ টাকা

প্রতিদান

একটী সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু যুবতীর সহিত জনৈক সদ্বংশজ, চরিত্রবান, তেজস্বী ও মহৎহৃদয় মুসলমান যুবকের অপ্রত্যাশিত সম্মিলনের মধুর চিত্র। ইহা বিষের-বিষের বাটী নহে—বরং পবিত্র প্রেমের অমিয়-পেয়ালা! যদি অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনে স্বর্গীয় সুধা-ধারা পানে বিভোর হইতে চাহেন, তবে "প্রতিদান পাঠ করুন ; মূল্য ৷৷০ আনা।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক এব্‌নে-নূর প্রণীত—

হিন্দু-নারী

নামেই গ্রন্থের পরিচয়। ঘরে, বাহিরে, দরিদ্রের কুটীরে, সমাজের স্তরে স্তরে, এমন কি রাজান্তঃপুরে হিন্দু নারীর কোথায় কিরূপ মানসম্ভ্রম তাহারই নিখুত চিত্র। হিন্দু-নারীকে পূর্ণভাবে জানিতে, বুঝিতে ও চিনিতে হইলে হিন্দু-নারী পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হিন্দু-নারীর নায়ক হিন্দু নহে, ইসলামিক তেজদীপ্ত মোসলেম যুবক। ভাব, ভাষা রচনা-কৌশল ও ঘটনা বিবরণ সমস্ত হৃদয়স্পর্শী—সমস্তই মধুর সমস্তই সুন্দর মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

বঙ্গবিখ্যাত আলেম ও প্রসিদ্ধ বক্তা মওলানা হাজি আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেবের গ্রন্থাবলী

একামাতুছ্ ছুন্নাত ও বেদয়াত খণ্ডন

এই কেতাবে কোরাণ, হাদিস, তফসীর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কেতাব হইতে শত শত অকাট্য দলিল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বেদায়াতী ও কাফেরদিগের যাবতীয় বেদায়াত মত ও শেরেক কার্য্য—গান, বাদ্য, নর্ত্তন, খণ্ডন করা হইয়াছে। বেদাতীদের ছল চাতুরী ও কুহক হইতে ঈমান বাচাইবার উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

আলেম সাহিত্যিক

মৌলবী মোহাম্মদ মোজাফফারুদ্দীন প্রণীত—

পাক্লে-গোল

মনোরম সমাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। পাঠে কৌতুহলোদ্দীপ্ত হইবেন এবং আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইবেন। চরিত্রগুলি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত মধুর ভাষায় চিত্রিত। সুদৃশ্য সিল্ক বাঁধাই মূল্য—১৷৷০ টাকা।

কারামতে আওলিয়া ও শাহ সাহেবের জীবনী

এই পুস্তকে অলি আল্লাহ্‌গণের কারামত ও শাহ্ সুফী, হাজী আবদুল মুমেন সাহেবের অদ্ভুত জীবনী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স

১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শহিদ নাদির শাহের পরবর্ত্তী বিবরণ

নবীন ভূপতির সফল রাজ্যাভিষেক

দেশের শান্তি-রক্ষায় এক লক্ষ আফ্‌গান বীর

আফ্‌গানাধিপতি মরহুম নাদির শাহের হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে আর্ক প্রাসাদে মোহাম্মদ নাদির শাহ কর্ত্তৃক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে তিনি গুলীর আঘাতে আহত হন। দর্শকমণ্ডলীর দিক হইতে হঠাৎ তিন বার গুলীর আওয়াজ হয়। হৃদযন্ত্রে মারাত্মক ভাবে আহত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যান। আততায়ীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্‌তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তি গোলাম নবীর এক পুরাতন ভৃত্যের পুত্র। ইতঃপূর্ব্বে একবার তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আসে। পরলোকগত বাদ্‌শাহ সেবার তাহাকে ক্ষমা করেন। লোকটাকে ধরা হইলে ছাত্ররা তাহাকে মারপিট করে। শেষে পুলিস যাইয়া তাহাকে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করে। উৎসব-স্থল হইতে লোকজন দৌড়িয়া রাজপথে বাহির হইয়া চীৎকার করিতে থাকে—"বাদশাহ মারা গিয়াছেন, বাদশাহ মারা গিয়াছেন।"

অভিবাদন গ্রহণকালে গুলী

কাবুলের বৈদেশিক দূতাবাসে সংশ্লিষ্ট জনৈক কর্ম্মচারী পেশওয়ারে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, গত বুধবার দিল্‌কুসা গার্ডেনে একটি পারিতোষিক বিতরণী সভায় আবদুল খালিক নামক জনৈক ছাত্র কর্ত্তৃক নাদির শাহ নিহত হন। নাদীর শা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। তিনি যখন অভিবাদন গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন আবদুল খালিক পিস্তলের কয়েকটা গুলী করে। অতঃপর উক্ত কর্ম্মচারী বলেন যে, বর্ত্তমানে আফগানস্থানের অবস্থা শান্তিপূর্ণ আছে; শাহ মাহ্‌মুদের সৈন্যগণের কড়া নযরে দেশের অবস্থা নিরাপদ আছে। আবদুল খালিক মৃত জেনারেল গোলাম নবীর বাঁদী পুত্র। উক্ত হত্যা কোন বিপ্লবী দলের নির্দ্দেশক্রমে কিংবা গোলাম নবীর ফাঁসী সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য সাধিত হইয়াছে কিনা, তৎসম্পর্কে উক্ত কর্ম্মচারী কিছু বলিতে পারেন না।

প্রজাপুঞ্জের বশ্যতা স্বীকার

কাবুলস্থিত আফগান সরকারের ১১ই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম স্থানীয় আফগান-দূত প্রাপ্ত হইয়াছেন। "আল্লার অনুগ্রহে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। জাতির প্রতিনিধির লিখিত ও স্বাক্ষরিত বশ্যতা-স্বীকার-পত্র লইয়া আফগানস্থানের নানা জিলা ও প্রদেশ হইতে রাজধানীতে আসিয়াছেন। ১১ই নভেম্বর শোক প্রকাশের অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। সকলে বিশেষ ও আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার হাশিম খাঁ অন্যান্য কতিপয় মন্ত্রীসহ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। শোকের অনুষ্ঠান শেষ হইলে তিনি ২৩শে নভেম্বর মযার শরিফ হইতে কাবুল যাত্রা করিবেন। রাজ্যের সকল কার্য্য যথানিয়মে চলিতেছে। সকল দিকেই অবস্থা ভাল।

অপর এক বিবরণ

এক্ষণে সরকারীভাবে সমর্থিত হইয়াছে যে, "আর্ক" প্রাসাদে একটি পুরস্কার বিতরণী সভায় আবদুল খালিক নামে একজন ছাত্র কর্ত্তৃক নাদীর শাহ নিহত হইয়াছেন। আবদুল খালিক মৃত জেনারেল গোলাম নবীর ভৃত্যের পুত্র। গত বৎসর নাদীর শাহের আদেশক্রমে গোলাম নবীর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিহিংসা গ্রহণই হত্যার উদ্দেশ্য। প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার হাশিম খাঁ এখনও কাবুলে পৌছেন নাই, তবে তিনি তারযোগে নূতন বাদশাহ যহির শাহের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। হীরাত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ হইতেই আনুগত্য-জ্ঞাপক পত্র আসিয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, হীরাট কাবুল হইতে বহু দূরে অবস্থিত। কোন প্রদেশ হইতে এখন পর্য্যন্ত কোন গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আফগানস্থানের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। পেশওয়ারের "ফ্রন্টিয়ার এড্‌ভোকেট" পত্রে প্রকাশ, নাদীর শাহের হত্যাকারী আবদুল খালিকের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সরকারী সমর্থন কিছু পাওয়া যায় নাই।

হত্যাকারীর পরিচয়

হত্যাকারী আবদুল খালিকের বয়স ২২ বৎসর। সে নাজাৎ হাইস্কুলের ছাত্র ও ফুটবল খেলোয়াড়। গোলাম নবী খাঁর এক ভূতপূর্ব্ব ভৃত্যের সে পুত্র। ইহারা জাতিতে মঙ্গোলীয়। তাহাদের পিতা-পুত্রকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে একবার গ্রেফ্‌তার করা হয়। পুত্রের বয়স কম থাকায় ও সে নাজাৎ ফুটবল টীমের বিশিষ্ট সদস্য ছিল বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কারণ, পরবর্ত্তী মাসে উক্ত টিমের বাদশাহের সমক্ষে ফাইনাল খেলার কথা ছিল। হত্যাকারী আবদুল খালিক ছাত্রদের দ্বিতীয় সারিতে ছিল; সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গুলী করে। ধৃত হইবার পূর্ব্বে সে তাহার রিভলভার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করে। অতিকষ্টে তাহার প্রাণরক্ষা করা হয়; উত্তেজিত জনতা তাহাকে জীবন্তেই ছিড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। [illegible] রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, সে এই হত্যাকাণ্ডে তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছে, গত বৎসর তাহার পিতা গোলাম নবীর প্রাণদণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

লক্ষ সৈন্য ও বহু এরোপ্লেন

গত সোমবার দিন "ষ্টেট্‌ম্যান" পত্রিকার দিল্লীস্থিত কার্য্যালয় হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রচারিত হয়াছে,—

বাদশাহ নাদীরের ভ্রাতা এবং আফগানস্থানের বর্ত্তমান সমর-সচিব শাহ মাহ্‌মুদই সর্ব্বপ্রথমে মোহাম্মদ যাহির শাহকে বাদশাহ বলিয়া স্বীকার করেন। কাবুলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে তিনি নূতন বাদশাহের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর উপস্থিত সকলেই যথারীতি রাজানুগত্য জ্ঞাপন করেন। এইরূপ ভাবে বাদশাহ পরিবর্ত্তনের সময় আফগানস্থানে গোলমাল হইয়া থাকে। এবার গোলমাল হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া দশ হাজার সৈন্য সজ্জিত করা হইয়াছে। সমর সচিব বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং এবার গোলমাল না হওয়ারই কথা। জালালাবাদ ও খোস্তে যে সকল সৈন্য আছে, তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে, ওয়াযির, মোঙ্গল, তার্জ্জুন প্রভৃতির উপর কড়া নযর রাখিতে হইবে। খোস্তে আরও ৩০০০ সৈন্য পাঠান হইয়াছে। তথাকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করাই সৈন্য-প্রেরণের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে আফগানস্থানে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত আছে। এতদ্ভিন্ন ৮৬ খানি এরোপ্লেন আছে। প্রয়োজন হইলে এই সমস্তই বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করা যাইবে। কাবুলের সৈন্যবাহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে নূতন বাদশাহ যাহির শাহের পক্ষ সমর্থন করিবে। বাদশাহ নাদীর শাহের ভ্রাতারা সকলেই নূতন রাজাকে সমর্থন করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নাদীরের ভ্রাতারা সকলেই দেশ-শাসনে ব্যাপৃত আছেন।

গত ১০ই নবেম্বর ইরাকে নূতন ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট জামিল মিডফাই প্রধান সচিব হইয়াছেন। সমর সচিব হইয়াছেন নূরী পাশা।

প্রত্যক্ষদর্শীর প্রদত্ত গাযী মোহাম্মদ নাদির শাহের হত্যাকাণ্ডের এই পূর্ণ বিবরণ কাবুল হইতে পাওয়া গিয়াছে—

আফগানস্থানের শিক্ষা-বিভাগ ৮ই নভেম্বর বুধবার অপরাহ্ন ২টা ৪৫ মিনিটের সময় বাদশাহ নাদির শাহের সভাপতিত্বে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ সভার অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে দিলখোশ্‌ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে ৫ শত প্রবীণ ছাত্র ও বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল বাদশাহ্‌ তাঁহার পাঠ-গৃহ হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে আসেন। তিনি ২টা ৪০ মিনিটের সময় আসিয়া পৌছেন। তিনি সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করেন; বাদকদল জাতীয় সঙ্গীত বাজাইতে থাকে। সকলে 'বাদশাহ্‌ দীর্ঘজীবি হউন' ধ্বনি করিয়া রাজভক্তি প্রকাশ করেন। অতঃপর বাদশাহ সদলবলে ছাত্রদের নিকট যাইয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকেন। এমন সময় রিভলভারের ৩টা গুলীর আওয়ায্‌ শুনা যায়। বাদশাহ ডানদিকে হেলিয়া যান এবং আর একটিও কথা না কহিয়া পশ্চাৎদিকে পড়িয়া যান। বাদশাহের পুত্র বাদশাহ ও হত্যাকারীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। লোকটা মাত্র এক গজ দূর হইতে গুলী করিয়াছিল। ছাত্ররা আক্রমণকারীর উপর পতিত হয় ও তাহাকে মারধর করে। পেশওয়ারের মন্ত্রী ও পূর্ত্ত-বিভাগের সচিব লোকটিকে শীঘ্র ছাত্রদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া পুলিশের হস্তে প্রদান করেন। দর্শকবৃন্দ সাময়িক ভাবে ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরই তাহারা ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে "বাদশাহ মারা গিয়াছেন",—"বাদশাহ মারা গিয়াছেন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অনেকে ছুটিয়া রাজপথে গমন করে। দেখিতে দেখিতে বিরাট জনতা সমবেত হয়। কেহ ক্রোধে চুল ছিড়িতে থাকে, কেহ বা মাথায় ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, কেহ কাঁদিতে, কেহ গালি দিতে, কেহ বা প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী করিতে থাকে। সৈন্যরা উত্তেজিত হইয়া নিরপরাধ ও অপরাধী—সকলের উপরই আক্রমণ [illegible] এক সময় বিশেষ আশঙ্কা [illegible] নূতন সৈন্যদল শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সমর সচিবের আদেশে তখনই রাজপথে সৈন্যদের টহলের ব্যবস্থা হয়। ফলে রাজধানীর শান্তি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইতোমধ্যে সযত্নে বাদশাহকে প্রাসাদের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তিনি আহত হইবার ১০ মিনিটের মধ্যে পরিবারবর্গের সমক্ষে মারা যান। তাঁহার বুকে ১টি ও তলপেটে ১টি গুলী লাগিয়াছিল। মোট ২ স্থানে তিনি যখম হন। তখনই আফগানস্থানের শাসন বিধির ৫ম ধারা অনুসারে আফগান পার্‌লামেণ্টের স্থানীয় সদস্য প্রভৃতি লইয়া একটি যরুরী পরিষদ আহুত হয়। পরলোকগত বাদশাহের ভ্রাতা—সমর-সচিব শাহ মোহাম্মদ, বাদশাহের একমাত্র পুত্র—রাজকুমার যহিরকে সিংহাসন প্রদানের প্রস্তাব করেন। বেলা ৪টার সময় উক্ত প্রস্তাব সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রাজ্যাভিষেক

পরলোকগত বাদশাহ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তাঁহার মুকুটোৎসব দিবসে যে পাগড়ী পরিধান করেন, সেই পাগড়ী নূতন বাদশাহকে পরাইয়া দেওয়া হয়, রাজবংশের প্রবীণতম সদস্য সমর-সচিব ভূতপূর্ব্ব বাদশাহের তরবারি নবীন বাদশাহের কোমরবন্ধে ঝুলাইয়া দেন। তাহার পর যরুরী পরিষদের সকল সদস্য, সামরিক ও বে-সামরিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নূতন বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন।

সেনানিবাসে

নূতন বাদশাহ অতঃপর সামরিক পরিচ্ছদে কাবুলস্থিত সেনানিবাসে গমন করেন। তথায় অফিসাররা ও সৈন্যগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় নূতন বাদশাহের সম্মানার্থে ১টি তোপধ্বনি করা হয়। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শহর ও পার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থান হইতে লোকে দলে দলে নূতন বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে আসে।

মরহুম বাদশাহ নাদির শাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গত বৃহস্পতিবারে হাজরা আফিস সমূহ বন্ধ ছিল। আর্ক-প্রাসাদ হইতে সামরিক সম্মান সহকারে শোকযাত্রা বাহির হয়। শোকযাত্রার পুরোভাগে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মোটরে জাতীয় পতাকাচ্ছাদিত শবাধারটি ছিল। এক বিরাট শোকযাত্রা উক্ত মোটরগাড়ীর অনুগমন করে। উক্ত শোক, যাত্রায় রাজবংশের লোকজন, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ, সামরিক ও বে-সামরিক রাজপুরুষগণ, প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ, ও ৫০ হাজারেরও অধিক জনসাধারণ যোগদান করিয়াছিল। যে পথে শোকযাত্রা অগ্রসর হয়, তাহার উভয় পার্শ্বে রোরুদ্যমান সেনানিগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্ত্যেষ্টির পর ইদ্‌গা মস্‌জিদে জানাযা হয়। অতঃপর শোকযাত্রা রাজপরিবারের গোরস্থান মারন্‌জাল পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হয়। গোরস্থানে শেষবার সামরিকভাবে শবাধারকে অভিবাদন করা হয়। তৎপর বৈদেশিক প্রতিনিধিগণ শবাধারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। মরহুম বাদশাহ (নাদির শাহ) শহিদ্‌ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রধান উলামাগণের স্বাক্ষরিত এক এশ্‌তাহার জারি হইয়াছে। অতিদূরবর্ত্তী স্থান ব্যতীত আর সকল স্থানেই নূতন বাদশার খোতবা পাঠ করা হয়। প্রদেশ সমূহ হইতে রাজভক্তির ও আনুগত্যের তার সমূহ পাওয়া যাইতেছে। টেলিগ্রাফ অফিস সমূহ ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ ছিল। তৎপর উহা খুলিয়াছে। স্থানীয় ও ভারতীয় ডাক সম্পূর্ণ নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হইতেছে। ভারত ও প্রদেশসমূহ হইতে যে সকল পথিক আসিতেছে, তাহাদের কথায় প্রকাশ, পথঘাট সম্পূর্ণ নিরাপদ। বোম্বাই আফগান কন্সালের আফিসে কাবুল হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার আসিয়াছে:—"আফগান রাজ মোহাম্মদ যাহির শাহ এই মর্ম্মে এক রাজকীয় ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আফগানস্থানের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় নীতি মরহুম বাদশার আমলে যাহা ছিল, ঠিক সেইরূপই থাকিবে। জাতির প্রতিনিধিবর্গের অনুমোদন ও সম্মতি অনুসারে দেশে যে ধারায় কার্য্য ও সংস্কার মরহুম বাদশা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বাদশাহও ঠিক সেই ধারাই অনুসরণ করিবেন।"

পাঁচ জনের সাগর-বক্ষে সমাধি

গত ৫ই নবেম্বর তারিখে "সিটি অব কাইরো" জাহাযের একটি ষ্টীম পাইপ ফাটিয়া জাহাযের ষষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার নিহত হইয়াছেন, দ্বিতীয় ইঞ্জিনিয়ার সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছেন এবং জাহাযের চারিজন ভারতীয় খালাসী নিহত ও চারিজন আহত হইয়াছে। আহতদিগকে পোর্টসঈয়দে নামান হইয়াছে। নিহত পাঁচজনকে সাগর-বক্ষে সমাধি দেওয়া হয়। "সিটি অব কাইরো" এলারম্যান সিটি এণ্ড হল লাইনের বিখ্যাত জাহায; জাহাযখানা ৭৯০৫ টন মাল বহন করিতে পারে। ক্যাপটেনের নাম ই, সি, হপিনস্‌। জাহাযখানা ১৯১৫ সালে নির্ম্মিত ও লিভারপুলে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। গত ৪ঠা তারিখে সিটি অব কাইরো মার্সাই ছাড়িয়া ভারতবর্ষ রওয়ানা হয়। ২৯শে নবেম্বর তারিখে জাহায-খানার বোম্বাই পৌছিবার কথা।

এক হস্তে সমুদয় শক্তি

অতি-মানবের আত্ম-প্রত্যয়

সিনর মুসোলিনী চেম্বার অব্‌ ডিপুটীজ (ইটালীয়ান পার্লিয়ামেণ্টের নিম্নতর পরিষদ) বাতিল করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন যে, আজ পর্য্যন্ত কোনও রাজনৈতিক সেইরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধনের সাহস প্রদর্শন করেন নাই। আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখে কর্পোরেশন সমূহের কাউন্সিলের (দেশের সমস্ত কর্পোরেশন হইতে সদস্য লইয়া গঠিত প্রতিষ্ঠান) অধিবেশন হইবে। চেম্বার অব ডিপুটীজে সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া কালক্রমে উহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা তিনি ঐ অধিবেশনে প্রকাশ করিবেন। সকলেরই ধারণা এই যে, মুসোলিনী কাউন্সিল অব কর্পোরেশনের উপরেই দেশের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করিবেন, এইরূপে করদাতাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্য ব্যতীতই গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলের নামমাত্র সাহায্যে দেশ শাসন করিবেন।

মোস্‌লেম

সোমবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ সাল

সম্পাদকীয়

শা'বান।—আজ শা'বানের সুপ্রভাত! রজবের রঙ্গীন উষায় যাত্রা শুরু করিয়া তৃতীয় ধাপে পা' ফেলিতেই পয়লা শা'বানের ক্ষীণ শশী পশ্চিমের গগন-কোলে উঁকি মারিয়াছে। এই মাসের সঙ্গে মোসলমান সীমাতীত কাল হইতে কর্ম্মের তথা ধর্ম্মের ইতিহাসে যে যোগ-সূত্র সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। অতিথি রজব মেয়রাজের সেই সর্ব্ব সিদ্ধি-দায়িনী শর্ব্বরীর কথা—ইস্‌লামী আইন-কানুনের পূর্ণাঙ্গতা লাভের সে শুভ উৎসবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে—রক্ত-রবির উদয়-উষায় বিদায়-ভিক্ষা চাহিতেছে। তাই, আমরাও তাহাকে বিদায় দিয়া—সংসারের চিরাচরিত নিয়মে—পুরাতনের বিনিময়ে নূতনকে বরণ করিয়া লইলাম।

ভাগ্য-বণ্টন।—হেমন্তের হিম-শীর্ষ ফুল-বীথির পাশে দাঁড়াইয়া অতীতের কত কথাই না ভাবিতেছি! এমন সময় শা'বান তার রাজ-প্রাসাদের দ্বার খুলিল। 'সদর দরওয়াযা' উদ্‌ঘাটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়ন-পথে ভাসিয়া উঠিল তার বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা! সেই আলো-গন্ধ-ভরা শস্পাচ্ছাদিত শ্যামল অঙ্গনে অগণিত মানুষের কাড়াকাড়ি। অমল-ধবল জ্যোতিঃর দেহে আলোর পর পরিয়া ফেরেশ্‌তারা সব হুড়াহুড়ি করিয়া ভাগ্য-বণ্টনের আয়োজনে ব্যস্ত—রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু-পরিপূরিত এই জগতে সম্বৎসরের 'বরাৎ' বিলাইবার অভিপ্রায়ে এখন হইতেই 'সেহেন' সাজাইতে তোড়যোড় আরম্ভ হইয়াছে। স্বর্গ-দূতেরা অগণিত খাতা-পত্র হাতে কাহার নির্দ্দেশ নতমস্তকে মানিয়া চলিয়াছেন।

সম্বর্দ্ধনা।—বড় পুণ্যের, বড় ভাগ্যের, বড় সাধের ও বড় সিদ্ধির 'শবেবরাৎ'! আমরা তোমায় সম্বর্দ্ধনা করি। নিয়তির নির্ম্মম দিন-লিপিতে আমাদের সম্বৎসরের চলার হিসাব যাহাতে খরচের ঘরে না পড়িয়া জমার ঘরে রক্ষিত হয়, সে জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। সৃষ্টির আদিকাল হইতে অদ্যাবধি অনন্ত মানুষের যে অন্তরের হাহা-ধ্বনি পৃথিবীর সমুদয় কল কোলাহল ছাপাইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, এখনও ত তাহা থামে নাই। ব্যথিতের বেদনা, উৎপীড়িতের ক্রন্দন, নিগৃহীতের যাতনা, নিরন্নের আর্ত্তরোল, বিরহীর তপ্তশ্বাস, বিপন্নের অশ্রু-বারি, মর্দ্দিতের বিলাপ ও মথিতের হাহাকার, যাহা কালে কালে ও যুগে যুগে মানব-প্রেমিক অতি-মানবের মনকে আলোড়িত করিয়াছিল, কই, এখনও ত তার সমাধান হয় নাই। তাই, তুমি তোমার ঐ পুণ্যের, ঐ গৌরবের 'পরশ' যোগে তাহার একটা সমাধান কর। আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া তোমাকেই সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

আমাদের অসুবিধা।—পোষ্টাফিসের 'রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট' না পাওয়া পর্য্যন্ত কাগজ ডাকে পাঠাইতে যে দ্বিগুণ ষ্ট্যাম্প-খরচের দরকার হয়, তাহা বোধ হয়, সংবাদপত্রের পাঠক ও পাঠিকা মাত্রই অবগত আছেন। সেই সার্টিফিকেট ডাক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে বহু বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়ায় গত দুই সপ্তাহের 'মোস্‌লেম' পত্রিকা—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বিলম্বে বিলি করা হইল। বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে ইন্‌শাল্লাহ, আমারা আমাদের অতীত দোষ ত্রুটি স্খালন করিয়া সকল খুঁটি নাটি বিষয়েও সময় ও নিয়মনিষ্ঠ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আশা করি, সকলই—যে অতীত ত্রুটির উপর আমাদের কোন হাত ছিলনা, মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে সরফরায্‌ করিবেন। কর্ত্তব্য-পথে আগুসার নবীন অতিথি 'মোস্‌লেম'কে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া 'কওমী হাম্‌দর্দ্দী'র পরিচয় দিবেন।

মোস্‌লেম মহা-সম্মিলন।—আগামী ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর পাটনা শহরে নিখিল ভারত মোস্‌লেম কন্‌ফারেন্সের পরবর্ত্তী অধিবেশন মহা ধূমধামে সম্পন্ন হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। হিয্‌ হাইনেস্‌ স্যার আগা খাম ইহার সভাপতি ও ব্যারিষ্টার সৈয়দ আবদুল আযিয্‌ এম, এল, সি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্যার আগা খাঁর পরিচয় অনাবশ্যক। আর, ব্যারিষ্টার মিঃ আযিয্‌ পাটনা হাইকোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা নামকরা আইন-ব্যবসায়ী। তাঁর সাহস, শক্তি, স্বজাতি-প্রীতি ও ইস্‌লামী 'স্পিরিট' অল্প বয়সেই তাঁহাকে মোস্‌লেম বিহারের গৌরবস্থল করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে দুর্দ্দিনের তরঙ্গাঘাতে প্রতিহত জাতীয় তরণীর এই দুই নাবিকের মনোনয়ন যে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা এই সম্মিলনীর ষোলআনা সাফল্য কামনা করি।

যোগদান।—তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে। অধিবেশনের তারিখ খৃষ্টানী বড়দিনের ছুটিতে না হইয়া আরও আগে হইলেই ভাল হইত। যেহেতু সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য-দানের তারিখ গত ১৬ই নবেম্বরের শেষ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, হিন্দু মহা সভার পাণ্ডাগণ সরকারী সিদ্ধান্তকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া হিন্দু-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যেরূপ আদা জল খাইয়া লাগিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে, একমাত্র শক্তিশালী সর্ব্ব ভারতীয় মোস্‌লেম কন্‌ফারেন্সই উহাদের ষড়যন্ত্র-জাল ব্যর্থ করিয়া মোস্‌লেম-স্বার্থ বজায় রাখিতে সক্ষম হইবেন। সম্মিলনীর কার্য্যকরী সম্পাদক মওলানা শফী দাউদী মহাসভাওয়ালাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়া এবং মোসলমানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার পুনরুল্লেখ করিয়া বিলাতে যে তার করিয়াছেন, তাহাতে কওমের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। ভারতের সুদূরবর্ত্তী অংশ হইতে সমুদয় প্রতিনিধি-স্থানীয় মোসলমান ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণকে এই মহা সম্মিলনীতে যোগদান করিতে অনুরোধ করি।

ইস্‌লামীয়া কালেজ।—জানিতে পারিলাম, ইস্‌লামীয়া কালেজের [illegible] পদ খালি হইয়াছে। মোসলমান সমাজে ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনা করিবার লোকের অভাব—এই অজুহাতে গত আট বৎসর অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ জে, ডব্লিউ, হোমকে ঐ পদে বহাল রাখিয়া সম্প্রতি বিদায় দেওয়ার আয়োজন হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক সাড়ে তিনশত টাকা বেতনে একজন মোসলমান প্রফেসর চাহিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। পরে প্রফেসরের যোগ্যতা দেখিয়া 'গ্রেড্‌' ঠিক করা হইবে, এরূপ ইচ্ছাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। অধ্যাপক আবুহেনাকে রাজশাহী কলেজ হইতে কলিকাতায় আনিয়া উক্ত পদে বহাল করিলেই যে নির্ব্বাচন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, সে বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আবুহেনা সাহেবের যোগ্যতা সম্বন্ধে আজ নূতন করিয়া কোন কথা বলিতে গেলে তাঁহাকে কেবল খাট করাই হইবে।

দাবী মোসলমানের।—ইংরাজী শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার, শিক্ষা-দানের সুন্দর পদ্ধতি ও খাঁটি ইস্‌লামী জোশের জন্য সকলই তাঁহাকে ভালবাসে ও ভক্তি করে। আবুহেনা সাহেবকে রাজশাহী কালেজ হইতে লইয়া আসিলে, সেখানকার শূন্য আসন পূর্ণ করিবার জন্য চট্টগ্রাম কালেজের আলতাফ্‌ হোসেন সাহেব বা এইরূপ আর কোন প্রথম শ্রেণীর এম-এ, মোসলমান ভদ্রলোককে মনোনীত করিলেই চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া রাখা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। আবাল্য ইস্‌লামী কৃষ্টির আওতা হইতে বহুদূরে—কোন বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে যিনি বা যাঁহারা শিক্ষিত বা দীক্ষিত হইয়াছেন—প্রকাশ্য সভায় ইস্‌লামের অতীত শিক্ষা-সভ্যতাকে আক্রমণ করিয়া মোসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণ করাকে পর্য্যন্ত "অভিশাপ" বলিয়া স্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্তি করিয়াছেন, সেইরূপ কোন লোককে বা লোকদিগকে ইস্‌লামীয়া কালেজের শিক্ষা-দাতার পবিত্র আসনে বসাইয়া ইস্‌লামের অবমাননা করিতে দেখিলে বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইব। কলিকাতা ইস্‌লামীয়া কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এই অভিযোগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্ধান ও সুবিচার করিলে যারপর নাই আনন্দিত হইব।

'ন্যাশনেলিযম'।—"গুরুতর অভিযোগ" শীর্ষক একখানি প্রেরিত-পত্র সৈয়দ আযিযুল্‌ হক সাহেবের নিকট হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য হইলেও পরম পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। একান্ত ইহ-সর্ব্বস্ব, জড়বাদী য়ুরোপের আমদানী এই 'ন্যাশনেলিয্‌ম' বা সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার মোহ আজ একদল অতিমাত্রায় ভাব-বিলাসীর মন ও মস্তিষ্ককে এমনই ভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, তাঁহারা আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, ইহারই স্তব-স্তুতি করিয়া মানব-জীবন স্বার্থক করেন। আবার আর একদল লোক আছেন,যাঁহারা সরকারী চাকুরীর পায় নিজেদের সর্ব্বস্ব বলি দিয়া অর্থাৎ সরকারী হুদ্দাকেই ইহ-পরকালের মুক্তি-সোপান মনে করিয়া সেরেফ্‌ ফ্যাশনের খাতিরে নিজেদের 'ন্যাশনেলিষ্ট' বলিয়া ঘোষণা করেন। আর একটি তৃতীয় দলের অস্তিত্বও আমরা অবগত আছি। ইঁহারা সরকারী নেক্‌নযর লাভের আশায় আকুল "হইয়া সত্যিকার ন্যাশনেলিষ্টদে"র প্রতি নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়নে সদা সিদ্ধ-হস্ত হইলেও safe sideএ বা নিরাপদে বাস করিবার মৎলবে লোক-সমাজে খদ্দর পরিয়া ন্যশনেলিয্‌ম্‌এর বড় বড় বকুনি ঝাড়েন।

দায়ে ঠেকিয়া মোসলমান।—অভিযোগোক্ত মিঃ মজিদ যে উল্লিখিত কোন্‌ শ্রেণীর ন্যাশনেলিষ্ট, তাহা আমরা ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিলাম না। অভিযোগকারী লিখিয়াছেন—"আজ কাল আমাদের সমাজে একদল লোক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা নেহাৎ দায়ে ঠেকিলেই অর্থাৎ মহসীন ফণ্ডের বৃত্তি, স্কুল-কলেজের ফ্রীশীপ, বি, সি, এস, আই, পি, এস, বা আই, সি, এস, এর নমিনেশন লওয়ার বেলা নিজেদেরে মোসলমান বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু যখনই সেই দায় সরিয়া যায়, তখনই খোলস ফেলিয়া স্বকীয় নিজস্ব মূর্ত্তি ধারণ করেন" ইত্যাদি। মিঃ হকের উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা যোর করিয়াই বলিতে পারি। মিঃ মজিদ নাকি স্বয়ং অভিযোগকারী এবং তাঁহার [illegible] ব্যবহার করিয়াছেন [illegible] এরূপ অপ্রিয় ঘটনার সমাবেশ সত্যই হইয়া থাকিলে মিঃ এ, মজীদকে আমরা তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। কোন সত্যিকার ন্যাশনেলিষ্ট যতই গোঁড়া হউন না কেন, কাহারও প্রতি কোন প্রকার কু-বাক্য প্রয়োগ করিতে তাঁহার ঘৃণা বোধ করা উচিত। 'নেশনেলিযমে'র অর্থ যদি স্বদেশ-পূজা হয়, তবে মিঃ আযিযুল্‌ হক স্বদেশবাসী বলিয়া তাঁহাকেও শ্রদ্ধা করা উচিত।

নোয়াখালী।—ঘটনাচক্রে নোয়াখালীর শাসন বিভাগীয় উচ্চ রাজপদে বর্ত্তমান সময় কয়েকজন মোসলমান ভদ্রলোক অধিষ্ঠিত আছেন যে স্থলে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবধি এই সমস্ত আসন হিন্দুরা অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন, আজ সে স্থানে কয়েকজন মোসলমানকে আসীন দেখিলে মহাসভা পন্থীদের যে গাত্রদাহ আরম্ভ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাই নোয়াখালীতে 'মোসলেম-রাজ' (?) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের গুণধর ভ্রাতাগণ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। 'কৃষক আন্দোলন দ্বারা হিন্দুদিগকে একেবারে পিষিয়া ফেলা হইতেছে, বলিয়া গত বৎসর ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, সেই সমস্ত আন্দোলন একেবারে ভূয়া। তাই তখনকার জন্য "মোসলেম রাজ" নষ্ট করা ভায়াদেয় জন্য সম্ভবপর হয় নাই। এইবার আবার "দালাল বাজার" দুর্ঘটনা উপলক্ষে হরতাল আদি করিয়া হিন্দুদিগকে নাকি একদম রসাতলে প্রেরণ করা হইতেছে! তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "নোয়াখালীর বর্ত্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নূরন্নবির উপর হিন্দুদের আস্থা নাই এবং তাঁহাকে অবিলম্বে অন্যত্র বদলী করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ জানান হইতেছে।"

পথে এস।—হিন্দু সভার উপরোক্ত প্রস্তাব হইতে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কৃষক আন্দোলন ও হরতাল যে কিছুই নহে এবং তাহারা যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নুরন্নবি চৌধুরীর বদলী এবং তৎস্থলে এক জন হিন্দু ম্যাজিষ্ট্রেট চাহিতেছে, উপরোক্ত প্রস্তাব তাহারই প্রমাণ। এই স্থানেই তাহাদের আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ যাহাদের মনোবৃত্তি তাহাদের সহিত কিভাবে মোসলমানেরা সহযোগিতা করিতে পারে এবং কিভাবে পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ভারতে স্বরাজই স্থাপিত হউক, আর দায়িত্বপূর্ণ শাসন-তন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হউক, মোসলমান-দিগকে দেশ-শাসন কার্য্য হইতে বাদ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। এক সময় উচ্চ রাজপদে হিন্দু থাকিবেন আর এক সময় মোসলমান থাকিবেন। মোসলমানকে উচ্চপদে দেখিলেই তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে হইবে, তাহা না করা পর্য্যন্ত পেটের ভাত হযম হইবে না এইটি কোন্‌ নীতি, তাহা কোনও হিন্দু ভ্রাতা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি? হিন্দু মোসলমান একই দেশের অধিবাসী, একই আইন-কানুন দ্বারা উভয় সম্প্রদায় শাসিত হইতেছে, তন্মধ্যে হিন্দু-সভা যদি এই সমস্ত বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করেন, তবে তাহা বড়ই দুঃখের কথা।

তিনি যে মোসলমান।—সহযোগী 'ফরওয়ার্ড' লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থগারিকের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীয়ান মিঃ কে, এম, আসাদুল্লার তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী ক্লাস খোলা হউক। যেহেতু 'ফরওয়ার্ডের' মতে মিঃ আসাদুল্লা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। যাঁহার তত্ত্বাবধানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ন্যায় একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে, তিনি যে বাস্তবিক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্দবাজার কিন্তু ইহাতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান সন্তোষবাবু, প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীয়ান গোকুলবাবু, ইম্পিরিয়াল রেকর্ড বিভাগের নরেন্দ্র গাঙ্গুলী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুরেন্দ্র কুমার" ইত্যাদি থাকিতে মিঃ আসাদুল্লাকে কেন এই কাজের ভার দেওয়া হইবে। বাজারী পত্রিকা বোধ হয় বলিতে চান যে, মিঃ আসাদুল্লা যে মোসলমান।

হিন্দু মহাসভা।—দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অতি অশুভ-লগ্নে হিন্দু মহাসভা নামে, একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এই দেশে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল। ইহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশবাসী হিন্দু মোসলমানের মধ্যের সত্যিকার বন্ধুত্ব-ভাব চিরদিনের মত লোপ পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুস্থান হিন্দুদের বাসভূমি এবং এই দেশে হিন্দু ভিন্ন অপর জাতির বসতি থাকিতে পারিবে না ইত্যাদি বহু মারাত্মক বুলি আওড়াইয়া এই সভা ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি জাগাইয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি আজমীড়ে এই সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে এই মর্ম্মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে "মহাসভার উদ্দেশ্য ভারত হইতে মোসলমান ও খৃষ্টানকে মুছিয়া ফেলিয়া হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।" যে সভার উদ্দেশ্য এইরূপ সেই সভা দ্বারা দেশের অনিষ্ট ভিন্ন কোনরূপ উপকার যে সাধিত হইতেই পারে না, মোসলমানেরা তাহা বহু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ কোনও দিনই এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা সঙ্গত মনে করেন নাই পরন্তু অনেকেই হিন্দু সভার এই প্রজ্জ্বলিত অনলে ইন্ধন সংযোগ করিয়া বাহবা লইয়াছেন। যাহা হউক অনেকটা গৌণে হইলেও সে দিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই সভা সম্বন্ধে কয়েকটী স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল।

পণ্ডিতজীর উক্তি—পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন "হিন্দু মহাসভা যে একটা ছোট রকমের প্রতিক্রিয়ামূলক দল এ-ধারণা আমার আগেই ছিল। তাঁহারা নিজদিগকে ভারতের হিন্দুদের অভিমত ব্যক্ত করেন বলিয়া প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহারা হিন্দুদের ঠিক প্রতিনিধি নহেন। ইহাদের লম্বা-চওড়া নাম ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই ভীতি দূর করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। * * * মহাসভা যে নীতি ঘোষণা করেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা স্বাদেশিকতার পরিপন্থী এবং হিন্দুদের মানবীয়

বৃত্তিগুলিকে চাপিয়া রাখিবার পক্ষপাতী। * * * হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান নীতি অবনতিমূলক, জাতীয়তা-বিরোধী, প্রগতিবিরোধী এবং অনিষ্টমূলক।" পণ্ডিত জওহরলালের কথাগুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই ধর্ম্মের কাহিনী মহাসভা-পন্থীদের কর্ণে পৌছিবে কিনা কে জানে? তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ চালাইয়া যে কার্য্য মহাসভা-পন্থীরা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইতেন না, আজ পণ্ডিতজী পাঁচ মিনিটে সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এই ভাবের কথা ও কার্য্য দ্বারাই হিন্দু মোসলমানের মিলনের পথ সুগম হইয়া আসে। তাই মাওলানা শওকত আলী পণ্ডিতজীর মন্তব্য পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে "হিন্দু জাতীয়তা বাদিগণ পণ্ডিতজীর কথাগুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং পণ্ডিত মালব্যও একটা আপোস্ মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন।" কিন্তু তাহা হইবার আশা আছে কি?

হীন মানসিকতা।—সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু কাগজওয়ালাদের মানসিক অবস্থা শোচনীয়তার গভীরতম গহ্বরে পঁহুছিয়াছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। মোসলমানদের যে কোন কার্য্যকেই ইহারা বিকৃতভাবে দর্শন করিয়া নাক সিটকাইতে কসুর করিতেছেন না। আবদুর রহমান নামক সিন্ধু প্রদেশের একজন "ডাকাত" পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। প্রকাশ, জেকোবাবাদের আঞ্জুমানে ইস্‌লামিয়া উক্ত ব্যক্তির মৃতদেহ নাকি "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি করিতে করিতে অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য লইয়া যান। মহাসভা-পন্থী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ইহাতে বেজায় গোশা হইয়া গিয়াছেন। আনন্দ বাজার বলিতেছেন—"সিন্ধু-দেশের আতঙ্ক-স্বরূপ এই দুর্দ্দান্ত দস্যুকে 'শহিদের' সম্মান কেন দেওয়া হইল, কারণ অবশ্য বুঝা যায় না। তবে বাঙ্গলাদেশের কোন কোন নারী-হরণকারী মোসলমানকেও যে এইরূপ গোছের সম্মান দানে সংবর্দ্ধিত করা হইয়াছে, ইহা আমাদের স্মরণ আছে, সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই!" আবদুর রহমান কোন্ ধরণের দস্যু ছিল, তাহা [illegible] তাহার শব শোভাযাত্রা সহকারে লওয়া হইয়াছিল কিনা, তাহার সঠিক খবরও জানিবার উপায় নাই। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বাস্তবিক সেইভাবে আবদুর রহমানের শব লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তবে তাহাতে আনন্দ বাজারের আঁতে ঘা লাগিবার যুক্তি-সঙ্গত কোন কারণ আছে কিনা, দেখা যাউক।

যত দোষ নন্দঘোষ।—মিঃ ডের হত্যাকারী গোপীনাথ সাহাকে সেই দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরের আসন দান করিতে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদিরামের গান আজিও অনেকে গৃহে গৃহে গাহিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, দীনেশ মজুমদার ও ভগৎ সিংএর কার্য্যকলাপকে অনেকে প্রশংসার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সহযোগী আনন্দবাজার এই সঙ্গে তাহাদিগকেও দুই একটি কথা বলিতেও পারিতেন, কিন্তু তাহা বলেন নাই। আন্দামান-ফেরত কয়েদী দিগের কথা অদ্য না হয়, নাই বলিলাম। এইরূপ যেখানে অবস্থা সেখানে আবদুর রহমানকে কি করিয়া একা দোবী করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবদুর রহমান সত্যসত্যই যদি দস্যু হইয়া থাকে তবে তাহার প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন সঙ্গত হয় নাই ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেজন্য সমগ্র মোসলমান সমাজের প্রতি এইরূপ কটুক্তি করা কিছুতেই সমীচীন হয় নাই। মোসলমানেরা শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুদের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিতেছে। জেকোবাবাদে যদি এমন কোন কার্য্য হইয়া থাকে তবে বোধ হয় ইহা অনুকরণ প্রিয়তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

নারী হরণকারী।—এই সঙ্গে সহযোগী 'নারী হরণকারী মোসলমানদিগকে এই গোছের সম্মান দানে সংবর্দ্ধিত করা' হয় বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। নারী-হরণকারী বা নারী-ধর্ষণকারী ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে এবং নারীর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে কোরান করিমে যেরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহার তুলনা দুর্ল্লভ। সংবাদপত্রে বহুবার এই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সেই সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। চোর ডাকাত বদমায়েশ সকল সমাজে আছে এবং থাকিবে। তাহারা আইনের বিধানে দণ্ডভোগ করিলে তাহাতে কোন নিরপেক্ষ আইন-ভক্ত ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে না। তবে নারী-রক্ষার নামে আজ কাল এক দল লোক নানা উপায়ে ন্যায়তঃ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে প্রেরণ করাকে খুব বাহাদুরী বলিয়া মনে করিতেছে। এই ধরণের উদাহরণ বহু দেওয়া যাইতে পারে। মোসলমানেরা যাহাকে এইরূপ নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহাকে তাঁহারা দুই এক স্থলে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া মোসলমানেরা প্রকৃত নারী-হরণকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, ইহা বলা ডাহা মিথ্যা কথা। মোসলমানেরা বরাবর আইনভঙ্গকারী ও নারী-ধর্ষক পাপীদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে। আবদুর রহমান বা অন্য কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অযথা সম্মান প্রদর্শন করিতে মোসলমানেরা অভ্যস্ত নহে, সহযোগী তাহা স্মরণ রাখিবেন।

ইহুদী-নামা।—বয়তুল্ মোকাদ্দসের গ্রাণ্ড মুফ্‌তি (মুফ্‌তিহুল্ আযম্) প্রস্তাবিত মোস্‌লেম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জগৎময় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন, নিখিল বিশ্বের বিচ্ছিন্ন মোসলমান শক্তিকে এক কেন্দ্রে সমবেত করিয়া ইস্‌লামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ফরয্ 'ওখুওৎ' বা সংহতি-শক্তি গড়িয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা-চরিত্র করিতেছেন। মুফ্‌তি মহোদয়ের এই আন্তরিক প্রয়াস আমাদের প্রাণে যে নূতন আশার বসন্ত-বায়ু বহাইয়া দিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেরুযালেমের নিরস্ত্র অসহায় মোসলমানদের প্রতি অমানুষিক নির্য্যাতনের করুণ কাহিনী প্রত্যহই আমাদের সেই আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করিতেছে। য়ুরোপীয় মহা-যুদ্ধের পর, মোসলমানের কোন্ পাপের ফলে বলিতে পারিনা স্বয়ং বৃটিশ সরকার সুদ, জুয়া, মদ্য এবং আরও বহু অনাচারের নায়ক ইহুদী জাতির প্রতি অকস্মাৎ 'সদয়' হইয়া পড়েন। বয়তুল্ মোকাদ্দসে উক্ত ইহুদীদের জন্য 'ইহুদী-নিবাস' স্থাপন ক[illegible] জগতের সমস্ত ইহুদীকে এক গোঠে জড় করিবার সঙ্কল্প আঁটেন। কোন্ গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নিহিত, তাহা স্বয়ং বৃটিশ সরকারই সকলের চেয়ে ভাল জানেন। ইস্‌লামের চির-শত্রু ইহুদীদের "পূত চরণ" ফলস্তিনের মাটিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই অধুনা মোসলমানদের দুর্দ্দশা কোন্ দিক দিয়া কিভাবে চরমে পৌছিয়াছে, সংবাদ-পত্রের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

আরও সহস্র পরিবার।—জার্ম্মাণীর সর্ব্বময় অধিনেতা—শুচিতা ও শুদ্ধাচারের প্রতিমূর্ত্তি হের হিট্‌লার স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি প্রভাবে এ যাবৎ জার্ম্মাণীতে যাহা যাহা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইহুদী-আবর্জ্জনা হইতে স্বরাজ্যকে মুক্ত করা হইতেছে অন্যতম। হিট্‌লারের কঠোর শাসনের নাগ-পাশ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা জার্ম্মাণী ত্যাগ করতঃ দলে দলে ফলস্তিনের পাক ভূমিতে আসিয়া আস্তানা গাড়িতেছে। ইতিপূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের জ্বালাতেই সেখানকার-কদিমী অধিবাসী আরবদের তিষ্ঠান মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। তার উপর বর্ত্তমানে আরও এক হাযার পরিবার (অন্ততঃ আট দশ হাযার নর-নারী) উড়িয়া আসিয়া বেচারা ও বেপানাহ্ আরবদের গর্দ্দানে জুড়িয়া বসিয়াছে। ফলাস্তিনে কৃষি-কার্য্যের উপযোগী যে পরিমাণ যমি-যমা আছে, তাহা এক আরব অধিবাসীদের জন্যই যথেষ্ট নয়। তার উপর, এই ইহুদী বেণিয়ারা পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিয়া, নিজেদের অপরিমেয় স্বর্ণ-রৌপ্যের কল্যাণে দীন-দরিদ্র অজ্ঞ অপরিণামদর্শী আরবদের নিকট হইতে সমুদয় জায়গা-যমি হস্তগত করিয়া ফলস্তিন হইতে তাহাদের শত শত বৎসরের অস্তিত্ব মিটাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। এ বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ঔদাসীন্য বা এক-চোখা বিচার-বুদ্ধি বিশ্বের মোসলমানের মনে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। সরকারের আদেশে আজ যেভাবে গোলা-গুলি চালাইয়া আরবদের ধন-প্রাণ নষ্ট করা হইতেছে, তাহাতে এংলো মোস্‌লেম সম্প্রীতির মূলে যে কুঠারাঘাত হইবে, তেমন আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আমরা ভারত ও বিষয়ের প্রতি বৃটিশ সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সর্ব্বহারা

—০:*:০—

পৃথিবীতে রুস ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশেই কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী—শতকরা পঁচাশী জন। এই দুই দেশে শ্রমিকের হারও যে অন্যান্য দরিদ্র দেশের তুলনায় কোন অংশে কম নহে, তাহা না বলিলেও চলিতে পারে। 'সর্ব্বহারা' বলিতে আমরা পৃথিবীর অগণিত কৃষি-জীবী ও শ্রম-জীবী ভাই বোনদিগকেই বুঝাইয়া থাকি। তবে, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বিশ্ব-জোড়া বেশোমার চাষী মযুরের কথা না বলিয়া ভারত এবং বিশেষ করিয়া বাংলার কথাই আলোচনা করিব। এ দেশীয় চাষী-মযুরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি-ধর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রথমেই ধরা যাউক শিক্ষার কথা। এদেশের শতকরা নিরানব্বই জন কৃষক ও শ্রমিকই যে লিখা-পড়ার ধার ধারে না, তাহা শিক্ষা-বিভাগের সাম্বাৎসরিক বিবরণী হইতেই আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি। তারপর, এই শতকরা একজন "শিক্ষিতের" জন্যও যে সৎশিক্ষার সুব্যবস্থা হয় নাই, তাহা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট সত্য। এদেশের জল-বায়ু, এদেশের আশা-উদ্দেশ্য, এদেশের রীতি-নীতি, হাব-ভাব, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, চাল-চলন, এদেশের সমাজ-বন্ধন ও পারিবারিক জীবনের ধারা, এদেশের চিন্তা ও ভাবনা, এদেশের অতীত ও বর্ত্তমানের হিসাব-নিকাশ, কল্পনা ও সাধনা ইত্যাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া—নিছক য়ুরোপীয় আদর্শে গড়া যে শিক্ষা-বিধি এদেশীয় কোটি কোটি লোকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সুফল ফলিবার চেয়ে কু-ফলের সম্ভাবনাই ষোল আনা। এই শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় দোষ হইতেছে যে, ইহাতে ধর্ম্ম, নীতি এবং অর্থকরী-বিদ্যা—যথা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির সমাবেশ নাই। পূরাপুরি পাশ্চাত্য-ভাবের আদর্শে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি গঠিত হইলেও পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক কারীকরী-শিক্ষাদি এই পদ্ধতি হইতে প্রায় [illegible] কোন এক প্রান্তে কদাচিৎ কোথাও একটা 'কমার্শিয়াল্ কালেজ' বা দুই চারিটা 'ট্যাক্‌নিক্যাল্ স্কুলের' অস্তিত্ব নযরে পড়িলেও এই বিশাল দেশের কোটি কোটি নর-নারীর প্রয়োজনের দিক দিয়া তাহা একান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমাদের তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষার মূলে 'দ্বীনী তালিম' বা ধর্ম্ম-শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় আমাদের দেশ ও জাতির আশা-ভরসার স্থল যুবক ও যুবতিগণ বিশ্বের বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া ঢুঁড়িয়া এবং বহু খেতাব ও তক্‌মারাশির অধিকারী হইয়াও পরিশেষে নিজের দেশ, ধর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যের উপর বিশ্বাস-হারা—'না ঘরকা না ঘাট্‌কা' জীবে পরিণত হন। উচ্চ-শিক্ষা ও অর্থকারী শিল্প-শিক্ষা, এই উভয় বিভাগ হইতে ধর্ম্ম-শিক্ষাকে দূরে সরাইয়া দিয়া এ দেশীয় শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এ দেশবাসীর যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। ধর্ম্ম-শিক্ষা হইতে সাধারণ শিক্ষাকে পৃথক করার ফলে অধুনা যাহারা মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষায় শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা যেমনি অলস, কর্ম্ম-কুণ্ঠ, নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী, সীমাবদ্ধ-জ্ঞান ও কালের সঙ্গে পাও ফেলিয়া চলিবার পক্ষে একান্ত অসমর্থ মানুষরূপে তৈরী হইতেছেন, তেমনি যাঁহারা নিছক দুনিয়াবী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গোড়া হইতে এ, বি, সি, ডি, বা ক, খ, গ, ঘ'র বুলি আওড়াইয়া—ধর্ম্ম, নীতি ও নিজস্ব কৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় লাভ হওয়ার বহু পূর্ব্বেই স্কুল-কলেজের প্রসাদে 'বিশ্ব-পণ্ডিতের' চিহ্ন লাভ করিতেছেন, তাঁহারা সংসারের আর্থিক উন্নতিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনার বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেহকে আত্মার উপরে স্থান দান করিয়াছেন এবং ন্যায়ান্যায়, সত্যাসত্য ও হিতাহিতের ভাবনা মন হইতে ধুইয়া ফেলিয়া পাশ্চাত্য-গুরুদের অনুকরণে স্বার্থের ভূতকেই জীবনের দেবতা ভ্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছেন। অতএব শতকরা একজনের মধ্যে এ যাবত যে শিক্ষা-বিস্তার হইয়াছে, তাহাও শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

তার পর, স্বাস্থ্যের কথা। শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় না থাকার দরুণ এদেশের শ্রমজীবী ও কৃষিবল স্বাস্থ্যের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বশতঃ অকালে অযত্নে নানা আধি-ব্যাধির কুক্ষিগত হইয়া কাজের অযোগ্য মানুষের অভিশপ্ত জীবনই যাপন করিতেছে। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে স্বভাবতঃই সতেজ ও সারবান খাদ্যের অভাবে, অখাদ্য বা কুখাদ্য খাইয়া অসময়েই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। ম্যালেরিয়া, কালা আযার, ক্ষয়-কাশ প্রভৃতি রোগ যে অপ্রচুর ও অনুপযুক্ত খাদ্যের প্রভাবেই দেহকে সহজে আক্রমণ করিয়া বসে, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সেকথা সমস্বরেই ঘোষণা করিতেছে। অর্থ ও জ্ঞানের অভাবে শ্রমিক ও কৃষকগণ অতি নোংরা অঞ্চলে অন্ধকার সেঁত সেঁতে ঘরে বাস করিয়া নানা সংক্রামক রোগের উদরে দলে দলে আপতিত হইতেছে। নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের সুবিধা না থাকায় অসংযমতা বশতঃ নানা কুৎসিত ব্যাধির কবলে পড়িয়া নিজেরা যেমনি বরবাদ হইতেছে তেমনি সেই সব রোগ-বীজাণু বংশানুক্রমিক ভাবে অপরের গায়ে ছড়াইয়া দিয়া জাতির জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে।

অশিক্ষা, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব, এই তিন বস্তুই যে কৃষক ও শ্রমিকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা নয়, মহাজন ও যমিদারগণও আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এক কথায় সমুদয় উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন। মহাজনের ক্রমঃবর্দ্ধিত-হার সুদের পাষাণ-চাপে আজ কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে কুব্জ পিঠ ও রুগ্ন-দেহ করিয়া রাখিয়াছে। কুসীদ-জীবী উত্তমর্ণের ক্রোকের উৎপীড়নে দেশের কোটি কোটি কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীকে ভিটে-মাটি হইতে উৎসন্ন করিয়া সর্ব্বহারা পথের কাঙ্গালে পরিণত করিয়াছে। সাহা, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি হিন্দু মহাজনের অকথ্য অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত চাষী-মযুরের মধ্যে মোসলমানের সংখ্যাই যে অত্যধিক, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। যমিদার ও মহাজনগণ আজ যে শুধু খাযানা ও দেনার দায়েই তাহাদিগকে মুমূর্ষু করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নয়, তাহাদের "চাষা", "কুলি", "মুটে" প্রভৃতি সুন্দর আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া "ভদ্রসমাজে"র বাহিরে [illegible] পরিণত করিয়াছেন। পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক এই [illegible] 'মযদুর'দিগের ছায়া মাড়াইলেও যে স্নান করিতে হয়, এরূপ আশ্চার্য্য মতবাদও আজকার দিনে একেবারে বিরল নহে। "ইস্‌লাম সাম্যধর্ম্ম" "ইস্‌লাম আভিজাত্য মানে না" "ইস্‌লাম সম্রাট ও ভিক্ষুকের পার্থক্য তুলিয়া দিতে আসিয়াছে"—ইত্যাদি, মুখে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া মোসলমান যমিদার মোসলমান প্রজার প্রতি যখন বিসদৃশ বিরূপ ব্যবহার করেন, তখন বিশ্ব-মানবতার অন্তরাত্মা কি বিদ্রোহ হইয়া উঠে না?

তবে কাল-ধর্ম্মের প্রভাবে অধুনা এদেশের কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যেও ধীরে ধীরে জাগরণের সাড়া পড়িতে শুরু করিয়াছে। এই মূক-বধির কৃষক ও শ্রমিকও আজ অল্পে অল্পে নিজেদের দাবী-দাওয়া বুঝিয়া লইতে ও পাইতে পায়ে ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে। কিন্তু তাহাদের এই একান্ত ন্যায়ানুমোদিত ও আইন-সঙ্গত আন্দোলনকেও যমিদার ও মহাজনগণ নিতান্ত ভীতির চক্ষে দেখিয়া স্বার্থ-নাশের আশঙ্কায় পলে পলে শিহরিয়া উঠিতেছেন! কৃষক ও শ্রমিকের শান্তি ও শৃঙ্খলা-পূর্ণ আইন-সঙ্গত আন্দোলনে খামখা রক্ত-বিপ্লবের রং ফলাইয়া মিছামিছি সরকারের চক্ষে উহাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছেন। কোথায় কোন্ দিন কোন মোসলমান-কৃষক শাণিত ছুরিকা হস্তে কোন্ হিন্দু যমিদার বা মহাজনের আদ্য-শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—কোথায় কোন্ মোসলমান-মুটিয়া কোন্ "ভদ্র লোকের" মাথার উপর লগুড় উদ্যত করিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছিল—ইত্যাদি অতি আযগুবী গল্প-কাহিনী সৃষ্টি করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ভিত্তিহীন ঘটনার 'ব্লক্' তৈরী করাইয়া আনন্দবাজার, অমৃতবাজার ও লিবার্টি প্রভৃতি কাগজে ছবি প্রকাশ পূর্ব্বক অনন্ত কালের নিগৃহীত, নিপীড়িত, মর্দ্দিত-মথিত এবং দুর্ভাগ্য-তাড়িত কৃষক ও শ্রমিকের উন্নতির সকল আশা অঙ্কুরেই নির্ম্মূল করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। কৃষি-জীবী ও শ্রমিকজীবী সম্প্রদায়ের দুঃখের কথা অসীম ও অফুরান। আমরা আগামী বারে এ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনায় লিপ্ত হইব।

জীবনের প্রেরণা

(মওঃ সৈয়দ বদ্রুদ্দোজা এম-এ, বি-এল্)

"I was as a gem concealed
Me, my burning ray revealed."
—*Quoran.*

বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়ের পর মানবেতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে, মানবের চিন্তা-রাজ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করিয়া আজ নব প্রভাতের অরুণ কিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত। জাগরণের ভেরী বাজিয়াছে—মানব-জীবনে নূতন স্পন্দন ও নূতন প্রেরণা আসিয়াছে! যাহারা পতিত ও লাঞ্ছিত, তাহারাও আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—সাধনায় ব্রতী হইয়াছে। নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেখিতে দেখিতে দুই একটি জাতি অতীতের চিতা-ভস্মের উপর নূতনের ভিত্তি গড়িয়া তুলিল; সভ্যসমাজে আপনার স্থান করিয়া লইল। আরও দুই একটি জাতির প্রাণে চেতনার যে বাণ ডাকিয়াছে, সেই নব চেতনার উদ্দাম প্রবাহে তাহাদের উদ্বেলিত হৃদয় চঞ্চল ও অস্থির হইয়া আপন উদ্দেশ্যের পথে প্রধাবিত! সুপ্তির ঘোরে যাহারা লুপ্তির কাছাকাছি পঁহুছিয়াছিল, এই ভীষণ আঘাতে তাহাদেরও কম্পন আরম্ভ হইয়াছে।

এই রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব-ইতিহাসের ধারা, তাহার ভবিষ্যতের আশা ও সম্ভাবনার সম্বন্ধে আলোচনা করা অবান্তর হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

এই বিশাল সৃষ্টির ধারা অনাদি অনন্তকাল হইতে শত শত উত্থান-পতন, শত আবর্ত্তন, বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। মানব-ইতিহাসের ধারাও যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া কত অনুকূল প্রতিকূল ঘটনা, কত আলোড়ন-বিলোড়ন, কত ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া চলিতেছে। এই যে সৃষ্টির ধারা, এই যে Thesis, Antithesis ও Synthesis-এর খেলা, এই যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ, এই যে গঠন-ভাঙ্গন ও পুনর্গঠনের অভিনয়, ইহাতেই মানব-[illegible] আকাঙ্ক্ষার [illegible] নূতন অর্থ প্রকাশ করে।

পুরাতনের ভগ্ন-স্তূপের উপর যখন নূতনের ভিত্তি রচনার প্রয়োজন হয়, অন্ধতামস ভেদ করিয়া যখন নব-প্রভাতের অরুণিমার আবশ্যক হয়, বাহ্য জগতে তাহা সহজেই সম্পাদিত হয়। হেমন্তের শেষে শীতের প্রারম্ভে বৃক্ষের পাতাগুলি আপনা আপনিই খসিয়া পড়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে যেই বসন্তের সমাগম হয়, অমনি প্রকৃতি কানন-রাণীকে নববধূর সাজে সাজাইয়া দেন, বৃক্ষসমূহ নব পল্লবে মণ্ডিত হয়। গ্রীষ্মে নদনদী শুকাইয়া যায়, আবার বর্ষা আসিতে আসিতেই সেই শুষ্ক নদে বাণ ডাকে, উত্তাল তরঙ্গের খেলা আরম্ভ হয়। দিনের পর রাত্রি, বর্ষার পর শরৎ, ঝড়ের পর প্রকৃতির শান্ত সুধীর ভাব, বসন্ত আসিতেই কোকিলের কূজন, বুলবুলের প্রাণ-মাতান তান, বাহ্য জগতে ইহার কিছুরই ব্যতিক্রম হয় না, বরং সমস্তই অতি সহজেই সম্পাদিত হয়। এই আলো-আঁধার, এই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম রহিয়াছে। এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পরিচালিত হয় বলিয়া সৌর-জগতের কোন গ্রহ-উপগ্রহ কক্ষচ্যুত হয় না। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন অনায়াসেই সাধিত হয়। কিন্তু মানুষের ইতিহাস অনেকটা স্বতন্ত্র; কারণ তাহা তাহার নিজের রচিত। এই ইতিহাসের মধ্যে যাহা সত্য সনাতন, তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ সে চির-নবীন। কিন্তু যুগ-যুগ-সঞ্চিত যে কুসংস্কারের সৌধ আমরা নির্ম্মাণ করি, তাহা আমাদিগকে নিজ হাতেই ভাঙ্গিতে হয়। মানুষ এই স্বরচিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাস করে বলিয়া তাহার সংস্কারের পঙ্কিলতা স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ সলিলে ধৌত হইয়া যায় না। তাই মানুষ এই চির নবীন জগতে জরাজীর্ণ হইয়া বাস করে। এই আবর্জ্জনারাশি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বৃহত্বের মধ্যে মিলিয়া যায় না বলিয়া এই অন্ধকার স্তূপ ভেদ করিয়া নূতন আলোকে আসা মানুষের জন্য ভয়ানক কষ্টকর রহিয়া দাঁড়ায়। মানুষ এত সহজে নূতনের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে না। তাই তাহাকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া যুগ-যুগ-সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশিকে ছিন্নভিন্ন করিতে হয়; প্রবল আঘাতে আত্মার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে হয়। আঘাত প্রচণ্ড না হইলে এই সৌধ ভাঙ্গে না; কারণ সে যে মানুষের নিজস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে নিজের শিকড় বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই আঘাতে মনে বড় বেদনা হয়। কিন্তু ইহা না করিলে উপায় নাই। এই জন্যই 'লুথার'কে আত্মার সমস্ত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া পোপের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, ধর্ম্মরাজ্যে ও চিন্তারাজ্যে বিপ্লব আনিতে হইয়াছিল। এই জন্যই জাগ্রত শক্তির প্রতিমূর্ত্তি, মানবতার মূর্ত্ত বিকাশ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আভিজাত্য, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সাম্য মৈত্রীর বজ্র-নিনাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়াছিলেন! সত্য-প্রেরণার আর একটী স্বর্গীয় ছবি পুণ্য-স্মৃতি হোসেন। তিনি কারবালার অগ্নিময় মরু-প্রান্তরে রক্ত-রেখায় জীবনের শেষ লেখা লিখিয়া গিয়াছেন। এই রক্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠা নবরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই মৃত্যুই চিরকাল অমৃতের জয় ঘোষণা করিতেছে। মনুষ্যত্বের বিজয়-বার্ত্তা জানাইতেছে।

"The death of Hossain was actually the death of Ezid himself. Islam is regenerated after every Karbala."—Urdu poet.

সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির ধারা মানুষের মধ্যে পরিস্ফুট ভাব ধারণ করুক; সমস্ত সৃষ্টির মহান্ উদ্দেশ্য মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া সাধিত হউক,—বিধাতার ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া তিনি মানুষকে নিজের imageএ (আকৃতিতে) গঠন করিয়াছেন :—

"God created man after His own image"—The Holy Bible.

এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (Microcosm) এই বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের (Macrocosm) সমস্ত উপাদান নিজের মধ্যে পাইয়াছে। যে বাণী প্রথমে ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই বাণীরই প্রতিধ্বনি মানুষের মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছে।

"Am I not your God." "Yes," said they, "you are"—Quoran.

মানুষের জীবনের ধারা ঐ অনন্ত প্রেরণারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ অনন্তের বাণীই তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইতেছে।

"সে উদ্ভিদ্ জগতের ইতিহাস, প্রাণী জগতের ইতিহাস সমস্তই নিজের মধ্যে বহন করিতেছে।"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"Though you came first, you came last of all."—A Persian Poet.

তাই সমস্ত ইতিহাস মানুষের মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে, সব স্রোতই এই মহা-সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে। যতক্ষণ না মানুষ উদার ঐক্যের দ্বারা এই সমস্ত আয়োজনকে সুসংযত করিতে না পারিতেছে, যতক্ষণ ঐ সমস্তকে বিরাট মহান্ উদ্দেশ্যের দিকে লইয়া যাইতে না পারিতেছে, ততক্ষণ ঐ মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সমস্ত জীবনেরই সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবনের সমস্ত আয়োজনগুলি একসূত্রে গ্রথিত ও এক মহান্ উদ্দেশ্যের দিকে চালিত না হইলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় রিপুসমূহ উন্নততর পবিত্রতর জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আয়োজন স্বরূপ না হইয়া মহান্ উদ্দেশ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে অমনি আত্মরাজ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, সব ধ্বংস ও প্রলয়ের দিকে ধাবিত হয়, সামাজিক জীবনেও ঐরূপ। "বিশ্ব-মানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্ম্মের সাধনা সমস্তই প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

বস্তুতঃ প্রত্যেক মানুষের জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি সমস্ত মানবজাতির জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যতদিন না বিরাট মানব জাতির জীবনের উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন দিয়া সার্থকতা লাভ করে, ততদিন কোন মানুষেরই সিদ্ধি নাই। তাই মানুষকে মানুষ হইতে হইলে নিজেকে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে বিলাইয়া দিতে হয়, আত্ম-বলিদান করিতে হয়, ব্যক্তিগত জীবনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, আত্মিক জীবনের—বিরাট জীবনের গৌরবের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিতে হয়; কারণ, সে যে, বিরাট বিশ্বমানব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক মুহূর্ত্তকাল মনুষ্য ভাবে টিকিতে পারে না! যেই তাহার জীবনের ধারা সমস্ত মানবজাতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অমনিই মানুষ ভগ্ন-হাল মগ্ন-তরণীর ন্যায় উদ্দেশ্য-বিহীন পথে ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত হয়। মানব জাতি একটী বিরাট দেহ। প্রত্যেক মানুষ তাহার একটী অঙ্গ-বিশেষ। এই সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টির সার্থকতা, আবার ব্যষ্টির মধ্যেই সমষ্টির জীবন। যে অঙ্গ বিরাট দেহের উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সে কেবল ঐ দেহের ক্ষতি সাধন করে এমন নহে, নিজেরও ক্ষতি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গেরও অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

"Mankind are the limbs of one another; for, in creation they are of the same essence. When one limb is affected, the other limbs cannot but be affected."

প্রত্যেক মানুষ অনন্ত সমুদ্র হইতে প্রবাহিত এক একটী স্রোতস্বরূপ এবং সেই কারণে সেই মহাসমুদ্র হইতে প্রবাহিত অন্যান্য স্রোতের সহিত সে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক মানুষের জীবনধারা সমস্ত মানব জাতির জীবনের ধারার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব একটী মানুষের, একটী জাতির, একটী সমাজ বা রাষ্ট্রের উত্থান-পতন সমস্ত মানবজাতির উত্থান-পতনের সহিত বিজড়িত। এই জন্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি সকল মহামানব মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের প্রেরণা, তাঁহাদের চিন্তার ধারার নিকটে সমস্ত মানবজাতিই ঋণী। আবার পক্ষান্তরে সমস্ত মানবজাতির নিকটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহারা সকলই ঋণী। আবার কতকগুলি নরপিশাচের পৈশাচিক অভিনয় মানব-জাতির ধ্বংস-লীলায় প্রকটিত হইয়াছে নিরো, হালাকু প্রভৃতি যাহারা মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়াছে, উচ্চ আদর্শের মস্তকে পদাঘাত করিতে কোন দ্বিধা বোধ করে নাই, তাহারা মানব-ইতিহাসের উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইয়াছে, সভ্যতার স্রোত রুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। মানুষের ইতিহাস ক্রমবিকাশশীল নহে। তাই দেখা যায়, কখনও শহীদের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত পবিত্র ছবি, কখনও বা পৈশাচিক অত্যাচারের পুতিগন্ধময় কলুষিত দৃশ্য।

মানব-জাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জাতিরূপ বিরাট সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন তরঙ্গের উত্থান পতন হইয়াছে। একটা তরঙ্গ অন্য একটা তরঙ্গের সংস্পর্শে কখনও শক্তিশালী, কখনও দুর্ব্বল, কখনও বা একেবারেই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। কখনও প্রবল তরঙ্গের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে অনেক তরঙ্গের গতি ও ধারা নিয়ন্ত্রিত

আবেদন

——০:৩:০——

যাঁহাদের উদার হস্তে এই অকিঞ্চিৎকর পত্রিকাখানি উপনীত হইবে, তাঁহারা যেন ইহার গ্রাহক-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া আমার এই জনহিতকর উদ্যমে সাহায্য করেন—ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও সবিনয় প্রার্থনা।

সমাজের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ গুরুতর ব্যয়-সঙ্কুল কার্য্যে আহ্বান করিতেছি বলিয়া মনে করি না। বিগত ৩০ বৎসর-ব্যাপী যখনই কেহ আমার সেবা ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমি তখনই তাঁহাদের প্রত্যেক আহ্বানে সাগ্রহে সাড়া দিয়াছি এবং আমার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগত স্বার্থকেও পদ-দলিত করিয়া দ্বিধাশূন্য মনে সমাজ-সেবায় অগ্রসর হইয়াছি। বিগত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হইয়া গেল—তখন সম্পূর্ণভাবে ও একাগ্রমনে সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে আমার সুনিশ্চিত উন্নতিমূলক সরকারী চাকুরী অম্লান বদনে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর যখন মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কার রচিত হইতেছিল—তখন আইন-ব্যবসায়ে সমুদয় কৃতকার্য্যতা আমার চরণ-তলে ও হাইকোর্টের উচ্চ সম্মানজনক পদ-গৌরব সম্মুখে উপস্থিত; তৎসত্বেও রাজনৈতিক সংগ্রামে সরাসরি ঝম্প প্রদান করিয়াছিলাম। আমার সমস্ত জীবন ব্যাপী আমার স্থির-লক্ষ্য সতত ইস্লামের কল্যাণের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে—এতদ্ব্যতীত আমার আর কোন লক্ষ্য নাই এবং আমি কোন দিন অপর কোন উদ্দেশ্যে [illegible] বিচারের ভার।

আমি আজ এক নূতন উদ্যমে হস্তক্ষেপ করিয়াছি—সম্ভবতঃ সমাজের জন্য ইহাই আমার জীবনের সর্ব্বশেষ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। বর্ত্তমান যুগে সংবাদ-পত্রের আধিপত্য অপ্রতিহত। পরম পরিতাপের বিষয়, বঙ্গীয় মোস্লেম সমাজে কোনরূপ শক্তিশালী দৈনিক পত্র নাই। তজ্জন্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ আমার একান্ত উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সমাজের উদার হস্তে আমি কতখানি সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিব, তাহা স্থির-নিশ্চিত নহে বলিয়া আপাততঃ সপ্তাহিক আকারেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। অতঃপর যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক হস্তগত হইলে, অচিরে ইহা দৈনিক আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নিয়মিতভাবে প্রচারিত হইবে।

এক্ষণে বিশেষ করিয়া এই পত্রিকা সম্বন্ধে আমি দুইটী কথা বলিতে চাই। সম্পাদকীয় সঙ্ঘে মোস্লেম-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক মিঃ ফয্লুল্ হক সেল্বর্সী, মওলবী আবদুল হাকিম ও ডাঃ ফয্লার রহমান ইহার স্থায়ী সভ্য, তদ্ব্যতীত বাংলার বহু শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক ইহার পৃষ্ঠায় নিয়মিত লেখনী চালনা করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

পরিশেষে আমার আন্তরিক অনুরোধ—এই পঙক্তি কতিপয় পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন কাগজখানিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া না বসেন। পত্রিকাখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন এবং ইহার গুণে যদি মুগ্ধ ও রচনায় পুলকিত হন, তবেই যেন আপনার সম্মানিত নাম গ্রাহক-শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইস্লাম-সেবায় আপনার সতীর্থ—

এ, কে, ফয্লুল্ হক্।

হইয়াছে। গ্রীক সভ্যতা বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক উপাদান যোগাইতেছে। ভারতবর্ষের বৈদান্তিকের এবং আরব ও পারস্যের সুধীবৃন্দের তত্ত্বজ্ঞান মানবজাতির সভ্যতার ধারাকে উর্দ্ধগতি প্রদান করিয়াছে—শুষ্ক মরুভূমে মন্দাকিনী-ধারা বহাইয়াছে। গ্রীস, ভারত, পারস্য, মিসর বাবিলন প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা সমূহের শিক্ষা-সাগর মন্থনোদ্ধৃত জ্ঞান-সুধা ইসলামের ভিতর দিয়া নব জীবন ও নব মূর্ত্তি লাভ করিয়া জগতে যে সভ্যতার অভিনব আদর্শ প্রচার করিয়াছে, ইতিহাসে তাহা এক অতুলনীয় দান।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িলেও আমরা দেখিতে পাই—রাষ্ট্রীয় শক্তি ও সমাজনীতি সমাজে প্রবেশ করিয়া নিম্ন-জাতির অধিকার বাড়াইয়াছে, সাহিত্যকে প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে, ধর্ম্মকে মানব-হিতার্থে নিয়োজিত করিয়াছে এবং মানুষের সাধারণ চিন্তা-প্রণালীতে এক অপূর্ব্ব শক্তি ও অদম্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জাতির উত্থান ও পতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া থাকিতে পারে না, সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির মধ্য দিয়া তাহাকে নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি মানবের পুষ্টি, বিকাশ ও স্বাধীনতালাভ সমস্ত প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতের প্রতিকূল ও অনুকূল উপকরণের মধ্য দিয়া সাধিত হয়। যেমন উদ্ভিদাদি নিকৃষ্ট জীবের অভিব্যক্তি জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিচিত্র ভাব ধারণ করে, তেমন মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি এই নানা অভিব্যক্তিই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বিচিত্র-ভাব ধারণ না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই একই অভিব্যক্তি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায় আবার কখনও কখনও বা একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের অভিব্যক্তি বা একই অভিব্যক্তি নানা আকারে দেখা দেয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন-সাম্রাজ্যের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া ওলন্দাজ জাতি যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাতির ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ঘটিল। তখন ওলন্দাজগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রস্তুত হইল, ফরাসী নিজ আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ফিলিপের ধর্ম্ম-নীতির নির্য্যাতনে শিল্পিগণ স্পেন হইতে পলায়ন করিয়া নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময়ে ফরাসীর সহিত মনোমালিন্য ও ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্পেনের শক্তি খর্ব্ব হইল এবং তাহার ফল-স্বরূপ ফ্রান্সের অভ্যুদয়, ইংরাজের শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও ওলন্দাজের স্বাধীনতা দেখা দিল।

ওদিকে জার্ম্মাণী যখন তুরস্কের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন স্পেনের শক্তি অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। এই সুযোগে চতুর্দ্দশ লুই সমগ্র ইউরোপ গ্রাস করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই যথেচ্ছাচার হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিবার জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উইলিয়ম যে বিরাট আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার গঠনফলে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতি ও প্রজা-সাধারণের স্বায়ত্ত-শাসন সাধিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে মোস্‌লেম-স্পেনের আদর্শ-পুত-ইউরোপে লুথার এক নূতন ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। পোপের বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সকলেই উত্তেজিত হইয়া পড়িল। অন্যান্য নরপতি ও অধিবাসিগণ যেরূপ পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রীর কর্ম্মীও সেইরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করায় ইউরোপের কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিগণ বিভক্ত হইয়া শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে এই দাঁড়াইল যে, যখন সন্ধি হইল, তখন ফরাসী, স্পেন, প্রুশিয়া, সুইডেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় সীমা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

প্রুশিয়ার বিকাশ ও ক্রমোন্নতি, রুশিয়ার সমৃদ্ধিলাভ, সুইডেনের অভ্যুদয় ও ক্রমিক অবনতি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষের ফলে সাধিত হইয়াছিল। ফরাসী যখন স্পেন ও জার্ম্মাণ জাতির স্থান অধিকার করিয়া উন্নত হইয়াছিল, সেই সময় প্রুশিয়া ও রুশিয়ার অভ্যুদয় ঘটতেছিল। আবার জার্ম্মাণ যখন তুরস্ক ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, সেই সময়ে ধীরে ধীরে শ্লীভজাতি আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতেছিল। এদিকে প্রুসিয়া ও রুশিয়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্ক, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতির কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

রাষ্ট্র এইরূপ পারিপার্শ্বিক ঘটনা-নিচয়ের দ্বারা আকার প্রাপ্ত হয়। ইহাকে প্রতিকূল ও অনুকূল শক্তির মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হয়। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল বলিয়াই কঠোর নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া প্রজার অধিকার খর্ব্ব করিতে হইয়াছিল। মধ্য-যুগে সমস্ত রাষ্ট্রের ঐক্য প্রবল পরাক্রান্ত রাজার শক্তির উপর নির্ভর করিত বলিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে হইয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লবের মধ্যে নেপোলিয়ান আবির্ভূত হইয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাহার ফলে ফরাসী জাতি বিপ্লবের পথ পরিহার পূর্ব্বক আবার জাতি-সাধনার পথে ফিরিয়া আসিল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আবার রাষ্ট্র বা সমাজে মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না। মানুষের বিকাশ কখনও বা সাহিত্যে, কখনও বা দর্শন-বিজ্ঞানে কখনও বা শিল্পকলায়, কখনও বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। এক জাতির দর্শন-বিজ্ঞান, অন্য জাতির দর্শন-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন জাতিই অন্য জাতির সংস্পর্শ ব্যতিরেকে সভ্যতা গঠন করিতে পারে না। প্রত্যেক জাতি তাহার পূর্ব্ব জাতির সভ্যতার নিকট ঋণী।

কিন্তু প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে, প্রবল শক্তিশালী মহাপুরুষগণ মানুষের চিন্তার ধারা ফিরাইয়া দিতে পারেন, ভাবরাজ্যে অভিনব বিপ্লব আনয়ন করিতে পারেন, চারিদিকের অবস্থাকে নিজের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারেন। জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে এই দেখা যায় যে, সমস্ত আদর্শের মূলে রহিয়াছে এক প্রবল শক্তির প্রেরণা। ইস্‌লামের মূলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ), রিফরমেশনের (Reformation) মূলে লুথার, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মূলে যীশুখ্রীষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে বুদ্ধ। সেইজন্য ইংলণ্ডে এলফ্রেড, রাশিয়ায় পীটার, আরবে ওমার, প্রুশিয়ায় ফ্রেডারিক, ফ্রান্সে তাহার নরপতিগণ, বর্ত্তমান তুরস্কে মোস্তফা কামাল, ইটালীতে গ্যারিবিল্ডি ও ম্যাজিনি এবং এথেন্সে পেরিক্লিস্ প্রভৃতি মহামানবগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছেন। অতএব সভ্যতার মোড় ফিরাইবার শক্তি মানুষের আছে।

কিন্তু মহান্ উদ্দেশ্য-পরিশূন্য কেন্দ্র-চ্যুত শক্তি যতই বিশাল হইবে, ধ্বংসের আয়োজনও ততই বিরাট হইবে; তাই আজ সভ্যতা-গর্ব্বিত ইউরোপ বিজ্ঞান-দর্শনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াও সভ্যতার নামে, আদর্শের নামে, সত্যের ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাই আজ একদিকে দেখি স্বার্থত্যাগ, আত্ম-বলিদানের মূর্ত্ত বিকাশ, অন্যদিকে দেখি দানবীয় শক্তির পৈশাচিক নর্ত্তন। কি কুক্ষণে ডারউইন Survival of the fittest এই ভীষণ মতের প্রচার করিয়াছিলেন! তাহারই কুফল স্বরূপ ইউরোপ আজ সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার উপর তাহার নিরীশ্বর জড়বাদ, তাহার বিলাস-ব্যভিচারের ছাপ গভীর করিয়া আঁকিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

যে মানবেতিহাস স্বার্থত্যাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত, যাহার সভ্যতার প্রেরণা আত্ম-বলিদানে, যে পরের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া নিজের পরম ও চরম সিদ্ধি মনে করে, যে এই পরার্থপরতাকেই উন্নত হইতে উন্নততর জীবনের প্রধান স্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে এই কুৎসিৎ বিপ্লববাদের সৃষ্টি করিয়া ডারউইন মানবজাতির ধ্বংসলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। তাই আজ ইউরোপের মনীষীবৃন্দ এই সভ্যতার গতি দেখিয়া ভীত, চকিত, স্তম্ভিত হইয়াছেন। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বিষাদের সুরে গাহিতেছেন—"Alas! the lamp which was meant to light the hall, burnt the house itself"—Urdu poet."

গ্রীস, ফিনিশিয়া, রোম, ব্যাবিলন, মিসর, বাগ্‌দাদ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সত্য-প্রেরণার স্থানে যেই বিলাস-ব্যভিচারের উদ্দাম নর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে অমনি ধ্বংসেরও সূচনা হইয়াছে।

যতদিন না এই বহির্মুখী সভ্যতা কেন্দ্রাভিমুখী হয়, যতদিন অনন্তের প্রেমবারি এই শুষ্ক মরুভূমে সিঞ্চিত হইয়া নবজীবনের সঞ্চার না করে, যতদিন আল্লার আশীষ ইহাদের উপর বর্ষিত না হয়, যতদিন এই কর্দ্দমাক্ত পঙ্কিল প্রবাহ অনন্ত প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর পূত সলিলে বিলীন হইয়া না যায়, যতদিন বজ্র-নির্ঘোষ-তুল্য বীরদর্পে হজরত মোহাম্মদের ন্যায় শক্তিশালী—মহামানব সাম্য মৈত্রীর বিজয়-নাদে দিগন্ত মুখরিত না করেন, মানবের চিন্তা রাজ্যে বিপ্লব আনয়ন না করেন, অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া না তুলেন, ততদিন, বিপ্লবের শেষ নাই; ইউরোপ আজ নিজে অস্থির ও চঞ্চল হইয়া সমগ্র জগতকে অস্থির ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। নিজে আত্মস্থ নয় বলিয়া, নিজে সুসঙ্গত, সুসংযত নয় বলিয়া, ইহার বিরাট শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করিতেছে।

তাই আজ ইউরোপের অনেক মনীষী আদর্শের সন্ধানে ছুটিয়াছেন। ক্ষণপ্রভার ন্যায় ইউরোপের জড়বাদমূলক সভ্যতা যে ক্ষণস্থায়ী, এই ভিত্তির উপর যে কোন চিরস্থায়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে না, তাহা অনেকেই অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিজ্ঞান-দর্শনের উন্নতি মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছে বটে—কিন্তু ভিতরের মানুষটীকে শান্তি দিতে পারে নাই। এই আপাতরম্য মনোহর বহিসৌন্দর্য্য কেবল আঁধার আরও গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে।

ইউরোপ অস্থির হইয়া আদর্শের সন্ধানে [illegible]—ইউরোপের অনেক মনীষী ইসলামই জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অনেকে ইহার শান্ত-সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা নিজের মহান আদর্শ নিজের জীবনের প্রকৃত সাধনা, আমাদের পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষের ও অন্যান্য গওস্ কুতুব, প্রেমিকগণের জীবনের প্রেরণা ভুলিয়া ইউরোপের অন্ধ-অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জগতের জ্ঞান-সমুদ্রমথন করিয়া ইউরোপ আমার দ্বারে অনেক সওগাত আনিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের জীবন-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে পারে নাই। আত্মার খোরাক যোগাইতে পারে নাই। অন্তরের সহিত মানুষের অন্তরের যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই—মানব সভ্যতায় আমার দানও অকিঞ্চিৎকর নহে, আমারই গওস্-কুতুব আওলিয়া আবদাল জগৎকে প্রেমের বাণী শুনাইয়াছেন, সত্য প্রেরণা দিয়াছেন, আমারই রাজর্ষি হজরত ওমর সালাহুদ্দীন, নাসরুদ্দিন, আলমগীর মহানুভবতা ও প্রজারঞ্জনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আমারই এমাম ও মজ্‌তহেদ সমাজ ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলার মনোরম ব্যবস্থা করিয়াছেন—আমারই পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষ রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও পরিবারের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটাইয়াছেন, সকল স্তরের সর্ব্বকালের উপযোগী Principle রাখিয়া জগতের মধ্যে একাধারে বুদ্ধের স্বার্থত্যাগ, ইসার দয়া, আইয়ুবের ধৈর্য্য, নেপোলিয়নের শৌর্য্যের জ্বলন্ত ও জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া জগতকে ধন্য করিয়াছেন। তাই মনে হইতেছে বিশ্ব-সভ্যতার ভবিষ্যত গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিবার এবং ইহাকে নবরূপ দান করিবার গুরু কর্ত্তব্য-ভার ইসলামেরই স্কন্ধে নিপতিত হইবে, ইসলামকে সারা বিশ্বের মুক্তি সাধনা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগত সভ্যতার ধারাকে যে গতি দান করিয়াছে, তাহা বিশ্ব-মানবের মুক্তির পথ নহে, কল্যাণের পথ নহে—যে পথের সন্ধান দিবে ইসলাম—বিশ্ব-নিয়ন্তার মনোনীত আদর্শ ইস্‌লাম।

দেশের কথা

—০:*:০—

নিযামের প্রধান সেনাপতির মৃত্যু

নিযামের প্রধান সেনাপতি বৃগেডিয়ার জেনারেল নবাব ওস্‌মানইয়ারউদ্দৌলা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহ........ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিখিল-ভারত খেলাফত কমিটী

আরবগণের প্রতি সহানুভূতি

লক্ষ্ণৌয়ের আলোচনায় যোগদানের জন্য নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাগণ সকলেই আসিয়াছিলেন। সে জন্য ঘরোয়া আলোচনার পর মওলবী শফী দাউদীর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটির এক সভা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য একটী সাব কমিটি নিযুক্ত হয় এবং আরবগণের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সাহায্য করিতে মোসলমানগণের নিকট নিবেদন করা হইয়াছে। মরহুম নাদির শাহের হত্যায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নবাব সঈদের সদাশয়তা

মোসলেম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পনর হাজার

আলিগড়ের ১০ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্ত প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর নবাব স্যর আহ্‌মদ সঈদ খাঁ আলিগড় মোসলিম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মওলবী আবদুর রহমানও এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ১০০০৲ টাকা প্রদান করিলেন। নবাব স্যর আহ্‌মদ সৈয়দ খান আলিগড় এম, এ, ও কলেজের একজন পুরাতন ছাত্র। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার স্যর রাস্ মসউদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরেই উক্ত দান করা হইল।

স্যর আর, এনকে ভয় প্রদর্শন

আসামীর কারাদণ্ড

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করিবার ভীতি প্রদর্শন করিবার অভিযোগে সুধীর সরকার কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গতবুধবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর টি, এন, সাধু ও মিঃ পি, মল্লিক সরকারের পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, স্যর আর, এন, মুখোপাধ্যায়ের নিকট ১৫ হাজার টাকা দাবী করা হইয়াছিল। পুলিসকে সংবাদ দেওয়া হয়। ডেপুটী কমিশনার সাধারণ পরিচ্ছদধারী ২ জন পুলিস কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর দুইজন যুবক হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করে এবং উহা স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করিতে বলে। এই পত্রে তাহারা ১৫ হাজার টাকা দাবী করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা প্রস্থান করে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বর্ত্তমান মামলার আসামী একখানি পত্র লইয়া আসিয়া প্রথম পত্রের প্রত্যুত্তর চাহে। সাধারণ পরিচ্ছদধারী পুলিস কর্ম্মচারীদ্বয় তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করে।

বার্জ্জ হত্যার মোকদ্দমা

চার্জ্জশিট দাখিল

মেদনীপুরে ১০ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে বিপিনবিহারী দত্ত প্রমুখ যে ১৪ জন আসামীকে মিঃ বার্জ্জের হত্যা সম্পর্কে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সকলকেই আদালতে হাযির করা হয়। বিপিন বাবুকে বার্জ্জ হত্যা সম্পর্কে বারাণসীতে গ্রেরেফ্‌তার করিয়া এখানে আনা হয়, এই ১৪ জন আসামীর মধ্যে শৈলেন্দ্র কুণ্ডু ও বিপিন-বিহারী দত্তকে আদালত হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১২০ (খ) ধারানুসারে নিম্নলিখিত ১৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল হইয়াছে:—(১) নির্ম্মল-জীবন ঘোষ, (২) ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, (৩) রামকৃষ্ণ রায়, (৪) নন্দলাল সিং, (৫) পূর্ণানন্দ সন্যাল, (৬) শৈলেশচন্দ্র ঘোষ, (৭) বিজয় ঘোষ, (৮) কামাখ্যা ঘোষ, (৯) সনাতন রায়, (১০) মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (১১) সুকুমার সেনগুপ্ত, (১২) সরোজরঞ্জন দাস কানুনগো এবং (১৩) শান্তি গোপাল সেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ফেরারি হইয়া আছে। মণীন্দ্র চৌধুরী তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়াছে। মামলার শুনানী আগামী ২৭শে নভেম্বর পর্য্যন্ত পুনরায় মুলতবী হইয়াছে।

এদেশও কি আমেরিকা হইবে?

ছেলেধরাদের বিষম দৌরাত্ম্য

পাতিয়ালা রাজ্যের তহশীল মালস হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ২ জন ডাকাতের নিকট হইতে বন্দুক ও টোটা পাওয়া গিয়াছে। বান্নাওয়ালের একজন ব্যাঙ্কার উক্ত ডাকাতদিগকে তখন তাঁহার পুত্রের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করিতেছিলেন। ভূচৌয়ালের নারায়ণ ও বান্নাওয়ালের হাকিম সিং নামযাদা ডাকাত। তাহারা বান্নাওয়ালের ব্যাঙ্কারের প্রথম পুত্রকে চুরি করিয়া লইয়া যায় ও তাহার পর ২ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। প্রকাশ, ব্যাঙ্কার তাহাদিগকে অগ্রিম ১৬০ টাকা প্রদান করেন এবং পরে বাকি টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে, তাঁহার পুত্র মুক্তি পায়। অতঃপর ডাকাতরা বাকী টাকার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিতে থাকে। ব্যাঙ্কারও সে দাবী বারবার এড়াইয়া যাইতে থাকেন। অতঃপর ডাকাতরা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে অপহরণ করে। ডাকাতরা ব্যাঙ্কারকে জানায়, যদি তিনি তাঁহার পুত্রকে ফিরিয়া পাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে ২ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে। ঐ টাকা না দিলে তাঁহার পুত্রকে হত্যা করা হইবে, তাহাও তাহারা জানায়। ব্যাঙ্কার এইবার পুলিসে খবর দেয়। ফলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুলিসের সহিত ডাকাতদলের সংঘর্ষ বাধে। পুলিস উক্ত অপহৃত বালকের জীবন বিপন্ন দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে চলিয়া যায়, তখন তাহারা ডাকাতদিগকে আর গ্রেফ্‌তার করে না। এই সংঘর্ষের পর ব্যাঙ্কার ডাকাতদিগকে সংবাদ পাঠান যে, তিনি ১॥০ হাজার টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত। ঐ টাকার লেন-দেনের জন্য একটী তূলার ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হয়। তথায় উভয় পক্ষ মিলিত হইলে টাকাটা দেওয়া হয়। ডাকাতরা টাকা গণিতে থাকে। এমন সময় ইনস্পেক্টার ফযলর রহমান খাঁ ও দারোগা কৃপাল সিং বহু কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে যাইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলেন। ২ জন ডাকাতই গ্রেফতার হয়, কিন্তু নারায়ণ গ্রেফ্‌তার হইবার পর বিষ ভক্ষণ করে। সে বিষ খাইয়াছে জানিতে পারিবা মাত্র তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বিষ বাহির করিয়া তাহার আত্মহত্যার সঙ্কল্প ব্যর্থ করা হয়। ডাকাতদের নিকট হইতে ২টা বন্দুক ও ১৫০ টোটা পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণ দাসকে প্রায় আধ ডজন ডাকাতি [illegible] খুঁজিতেছিল। ডাকাত-যুগল বর্ত্তমানে মালস থানার হাজতে অবস্থান করিতেছে।

ব্যবসায়ের জন্য লবণ তৈয়ার

সরকারের অনুমতির প্রতিশ্রুতি

আবগারী ও লবণ বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এন, কে, হালদার সম্প্রতি নোয়াখালী গমন করিয়াছিলেন। ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে নোয়াখালিতে লবণ তৈয়ারী সম্পর্কে শহরের কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি একযোগে উক্ত কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কমিশনার তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এইরূপ ব্যবস্থায় লবণ প্রস্তুত করার জন্য ফ্রী লাইসেন্স দেওয়াতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই; তবে যে কোম্পানী লবণ তৈয়ারী করিয়া ব্যবসা করিবেন, তাঁহাদিগকেই সুবিধা দেওয়া হইবে। সমুদ্রোপকূলে চরের অধিবাসীরা ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য যে লবণ প্রস্তুত করে, ঐ লবণ ক্রয় করিয়া ব্যবসা চালাইতে দেওয়া হইবে না। ব্যবসায়ী কোম্পানীকে লবণ তৈয়ারীর জন্য শ্রমিক নিয়োগ করিয়া লবণ তৈয়ারী করিতে হইবে। এই অবস্থায় বহু বেকার যুবকের অন্ন সংস্থান হইতে পারিবে। কমিশনার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি এতাবৎ ১২ জনকে ফ্রী লাইসেন্স দিয়াছেন, কিন্তু একটী কোম্পানীই লবণ তৈয়ারী আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বাজারে তাঁহাদের মালের কাটতিও বেশ হইয়াছে। কমিশনার ডেপুটেশনকে বলেন যে, তাঁহাদের প্রস্তাবটী সম্পর্কে বিশেষরূপ বিবেচনা করা হইবে।

ডাকাতির বেড়াজাল

আবার দুইটি জীবন-প্রদীপ

সম্প্রতি গাজনার জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় প্রায় ৪০ জন ছিল। প্রকাশ, তাহারা বেপরোয়াভাবে লুটতরাজ করে এবং গৃহে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহাদের গুলীতে ২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভগিনপুর হইতে আর একটী ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। সেখানেও নাকি ডাকাতেরা ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

কর্ম্মখালি

ধারসা ইসলামিয়া জুনিয়র মাদ্রাসার জন্য আই, এ, পাশ করা একজন অভিজ্ঞ হেড মাষ্টার আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে দেওয়া যাইবে। আহার ও বাসস্থান ফ্রি। শীঘ্র নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—
ধারণা ইস্‌লামিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা
পোঃ কোন্নগর (হুগলী)

মওলানা শওকত আলীর উক্তি

পণ্ডিত জওহরলাল ও হিন্দু-সভা

হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে বারাণসীতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে পাতিয়ালায় এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধি মওলানা শওকত আলির সহিত সাক্ষাৎ করিলে উক্ত প্রতিনিধির নিকট মওলানা সাহেব মন্তব্য প্রকাশ প্রসঙ্গে উভয় সম্প্রদায়কে আর বিবাদ না করিয়া সম্মিলিত হইবার জন্য এক নিবেদন প্রকাশ করেন। মওলানা সাহেব বলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম যে, রাজনীতি-আলোচনা হইতে কিছুকালের জন্য এখানে বিরাম উপভোগ করিব। এখানে মহারাজার অতিথিরূপে আমি তিনদিন বিরাম উপভোগ করিয়াছি। সবুজ খেলার মাঠ ও ভারতের উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে তরুণের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্র সেবার উৎসাহই পরিপূরণ করিতে হইবে। আমি পণ্ডিত জহরলালজীর হিন্দুসভা সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য পাঠ করিয়াছি। ছিন্দওয়াড়ায় অন্তরীণ হইবার সময় হইতে ডাঃ মুঞ্জের সহিত আমার বহুকালের বন্ধুত্ব। ভাই পরমানন্দের বিষয়ও আমি অবগত আছি। তাঁহারা যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সে জন্য আমি দুঃখিত। সম্প্রতি তাঁহারা কিছু মন্দ ভাব প্রকাশ করিলেও তাঁহাদের বক্তৃতার প্রতি আমি তেমন মনোযোগ দিই নাই। কারণ, মুখে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, অন্তরের ভাব তাঁহাদের তাহা নহে বলিয়া আমি মনে করি। তাঁহারা বিশেষ ক্রুদ্ধ এবং হতাশ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহাদের নিকট আমি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর জিনিষ [illegible] আশা রাখি, সফরে আসায় এই আশা যে অন্যায় নহে তাহা সপ্রমাণিত হইবে। ইহাও আমি সর্ব্বদাই ধারণা করিয়া আসিতেছি যে, মোসলমানগণের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহারা মোসলমান প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণকে ঠিকভাবে পরিচালিত করিবেন। জাতীয়তাবাদী হিন্দুরাও হিন্দুগণের সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আমার ধারণা। উহা নিরাপত্তার ও বোঝাপড়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা। পণ্ডিত জহরলালজীর স্পষ্ট মন্তব্যে এই সকল বন্ধুগণ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন বলিয়া মনে করি। পণ্ডিত মালব্যজীর মিলনের জন্য যে আন্তরিক আগ্রহ আছে তাহাও আমি অবগত আছি। মিলন হইবেই, আর উহা লোক যে সময় হইবে বলিয়া ধারণা করিতেছেন, তাহার বহু পূর্ব্বেই হইবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কেবলমাত্র হিন্দু-মহাসভারই মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহাই নহে। সকল সম্প্রদায়েরই তিনি মহা উপকার করিয়াছেন। এমন কি, বিলাতে ও ভারতে বৃটিশ চরমপন্থীদেরও তিনি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরস্পরের সমালোচনা আমরা যথেষ্ট করিয়াছি। এখন আমাদিগের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আর এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য হইল হিন্দু মহাসভার সহিত উনজন সম্প্রদায় সমূহের এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্মানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও আপোস করা।" উপসংহারে মওলানা সাহেব বলেন, "আমি আমার বৃটিশ বন্ধুগণকে এই বলিয়া সতর্ক করিতেছি যে, বর্ত্তমানের দুরবস্থা ভারতে বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। যদি সত্যই দেশসেবা করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় হয়, তবে ভারতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রতি যেন তাঁহারা অধিকতর মনোযোগী হন, ভারতে হিন্দু-মোসলমানের বিরোধ চিরস্থায়ী হইবে ইহা যেন তাঁহারা মনে স্থান না দেন। আমি চিরকালের আশাবাদী এবং কিঞ্চিৎ স্পষ্ট বক্তাও বটে। আমি ইহা বলিতে সমর্থ যে, ঐ কৃষ্ণবর্ণ জলধর পটলে আমি উজ্জ্বল আলোকের রশ্মি দেখিতে পাইতেছি।" তিনি সম্প্রদায় সমূহকে বিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে সতর্ক করেন। অন্যথায় যাঁহারা বিরোধ নীতির অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ভ্রমের জন্য কষ্টভোগ করিতে হইবে।

বিচারপতি মিঃ নাসিম আলী

হাইকোর্টে সম্বর্দ্ধনা

দীর্ঘাবকাশের পর সোমবার (১৩ই নভেম্বর) কলিকাতা হাইকোর্ট পুনরায় খুলিয়াছে। ঐ দিবস প্রধান বিচারপতি স্যর জর্জ্জ র‍্যাঙ্কিন যথারীতি অন্যান্য বিচারপতিগণকে অভ্যর্থনা করেন। উক্ত অভ্যর্থনা সভায় ব্যবহারাজীবগণও আমন্ত্রিত হন। বিচারপতি মিঃ ম্যাকনেয়ার ব্যতীত অপর সকল জজই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। মিঃ নাসিম আলি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় মিঃ এন, কে, বসু তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিচারপতি মিঃ নাসিম আলীও উহার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেন।

শোক প্রকাশ

ঐ দিবস বিচারপতিগণ প্রধান বিচারপতির এজলাসে সমবেত হইয়া ব্যারিষ্টার নবাব আবদুর রহমান, এডভোকেট শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এবং এটর্ণী অসিতকুমার গুহের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ব্যারিষ্টারগণের পক্ষ হইতে এডভোকেট জেনারেল, উকীল সভার পক্ষ হইতে মিঃ এন, কে, বসু এবং এটর্ণীগণের পক্ষ হইতে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। জজগণের পক্ষ হইতে প্রধান বিচারপতি প্রত্যুত্তরে দুঃখ প্রকাশ করিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বর্দ্ধমানে ভীষণ ডাকাতি

হাজার টাকা লইয়া উধাও

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বর্দ্ধমান সদরঘাট বাজারে বাবু রাধাকিষেণ ভকতের দোকানে বিষম ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় ৫০ জন ছিল। কয়েকজন বাড়ী ও দোকান ঘিরিয়া থাকে এবং প্রায় ১৫ জন দোকানের মধ্যে প্রবেশ করে। উহারা লোহার সিন্দুকের চাবী চাহে এবং বাবু রাধাকিষেণ ভকত, সূর্য্যি ভকত, গৌরী ও শিব রতনকে লাঠি দিয়া প্রহার করিতে থাকে। আর প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রাধাকিষেণবাবু সিন্দুক খুলিয়া দেন। ডাকাতরা সিন্দুক হইতে নগদে ও [illegible] সহস্রাধিক টাকা লইয়াছে। ডাকাতরা অতঃপর রাধাকিষণ বাবুর বাড়ীতে পতিত হয়। রাধাকিষণ বাবুকে তথায় আর একটি সিন্দুকের চাবী খুলিতে বলা হয়। কিন্তু সে সিন্দুকের চাবী বাড়ীর স্ত্রীলোকদের নিকট থাকায় এবং তাঁহারা তখন বাড়ীতে ছিলেন না বলিয়া সে সিন্দুক খোলা সম্ভব হয় নাই। ডাকাতরা তখন সিন্দুকের উপর গুরুভার দ্রব্যাদি দিয়া আঘাত করিয়া উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। সে চেষ্টা সফল না হওয়ায় উহারা হিসাবের খাতাপত্রে ও কাপড়-চোপড়ে আগুন লাগাইয়া দেয়।

কলহের কলঙ্কিত পরিণাম

তিনজনের সহ-মৃত্যু

গৃহ-বিবাদের ফলে ইন্দোরের এক পরিবারের তিনজনের কিরূপ শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইয়াছে সম্প্রতি তাহারই এক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, জনৈক হিন্দু যুবতীর শাশুড়ী ও ননদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর কলহ হয়। কলহের কিছু সময় পরে নাকি মাত্র তিন বৎসর ও ৬ মাসের দুইটী শিশু সন্তান সহ যুবতী কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর লোকেরা শোরগোল তুলে এবং জল-মগ্নদের বাঁচাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু উপরে উঠাইবার পূর্ব্বেই তাহাদের মৃত্যু ঘটে।

উনাশি জনের ইস্‌লাম গ্রহণ

মঈনুল ইস্‌লামের তৎপরতা

মালাবার পান্নানা হইতে মঈনুল ইস্‌লাম এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জানাইতেছেন যে, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে তাঁহারা ৭৯ জন হিন্দুকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫৩ জন পুরুষ ও ২৬ জন স্ত্রীলোক। সমিতির কোন মিশনারী নাই। সকলে স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৬০০ নব-দীক্ষিত ভ্রাতা সমিতির তত্ত্বাবধানে আছে। কেবল তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য সমিতিকে মাসে ১০০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। যদি সমিতির হস্তে যথোচিত অর্থ থাকিত, তবে মিশনারী রাখিয়া লোককে ইস্‌লামে দীক্ষিত করা যাইত। দেশবাসীর নিকট সমিতি সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

সূর্য্যসেন ও তারকেশ্বর

মৃত্যুদণ্ডই বাহাল রহিল

মঙ্গলবারে মাননীয় বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ, মিঃ আমীর আলী এবং মিঃ এম, সি, ঘোষ, সূর্য্য সেন প্রভৃতির আপীলের রায় দিয়াছেন। আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আসামী সূর্য্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতি যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ও কুমারী কল্পনা দত্তের প্রতি যে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ স্পেশাল ট্রাইবুনাল প্রদান করিয়াছিল, বিচারপতিত্রয়ও তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের অভিযোগে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অতিরিক্ত মামলায় আসামীত্রয় অভিযুক্ত হন এবং স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে উল্লিখিত দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আসামীদের পক্ষ হইতে আপীল করা হয় এবং উপরোক্ত বিচারপতিত্রয়ে গঠিত হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে তাঁহাদের আপীলের শুনানী হয়। শুনানীর পর বিচারপতিত্রয় রায় প্রদান করেন।

রায়ের মর্ম্ম

বিচারপতিত্রয়ের পক্ষ হইতে রায় প্রদান প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ বলেন, "দণ্ড সম্পর্কে কমিশনারগণ বলিয়াছেন যে, আপীলকারী সেনের সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ব্বসম্মত অভিমত এই যে, চরম দণ্ড ব্যতীত আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না। আমরাও ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অন্তরীণ হইতে মুক্তিলাভের পর হইতেই যে এই আপীলকারী সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। এই আপীলকারী তাহার মতলব গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করে এবং গ্রেফ্‌তারের তারিখ পর্য্যন্ত সেই ভাবে কার্য্য করে। মানবের জীবনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠুরতা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। এই ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে কাপ্তেন ক্যামেরণ এবং মিসেস্ সালিভানের মৃত্যুর জন্য দায়ী। অস্ত্রাগার আক্রমণের মৃত ব্যক্তিগণের জন্যও আমরা তাহাকে দায়ী বলিয়া মনে করি। কাজেই দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারানুসারে কমিশনারগণ তাহার উপর যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরাও তাহাই অনুমোদন করিতেছি। কমিশনারগণ বলিয়াছেন যে, আসামী তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও জটিল। তবে গভীর চিন্তার পর তাঁহারা [illegible] হইয়াছেন যে, তাহাকেও চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। আমরাও বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, এই আসামীকে অপেক্ষাকৃত লঘু দণ্ড বিধানের সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্যচ্যুতির যে সিদ্ধান্ত কমিশনারগণ করেন তাহা ঠিকই হইয়াছে। গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে এবং সম্ভবতঃ তাহার পূর্ব্ব হইতেই আসামী তারকেশ্বর দস্তিদার এই ষড়যন্ত্রের সহিত কার্য্যকরী ভাবে লিপ্ত ছিল এবং এই ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যের দ্বারা বহু রাজপুরুষের ও প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। দারোগা শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে হত্যার চেষ্টায় ও যুদ্ধায়োজন সম্পর্কে গহিরার কার্য্যে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করায় ঠিক সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে। কারণ গহিরায় তাহাকে গ্রেফ্‌তারের পর তাহার নিকট বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে আসামী সূর্য্যসেনের গ্রেফ্‌তারে তাহার কার্য্যাবলীর অবসান না হইয়া বরং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে এই আসামী আরও প্রধান স্থান অধিকার করে। দলিল-পত্রের প্রমাণে জানা যায়, শেষ পর্য্যন্ত সে আরও হত্যার মতলব আঁটিতেছিল। "ইহাতে কমিশনারগণের অভিমতের সহিত একমত না হইয়া পারি না। আর আসামীর দণ্ডাদেশ হ্রাস করিতেও আমরা অসমর্থ। কাজেই উল্লিখিত ধারানুসারে এই আসামীর প্রতি যে চরম দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও আমরা অনুমোদন করিতেছি।

যে অপরাধে কুমারী কল্পনাদত্ত অভিযুক্ত হইয়াছে, সে জন্য তাহার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডের যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আইনানুসারে লঘুতম দণ্ড। এই দণ্ডাদেশ বৃদ্ধির জন্য কোন প্রস্তাব হয় নাই। কাজেই ঐ দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে চাই না।

অতঃপর বিচারপতিত্রয়, কমিশনারগণ পুলিশের কার্য্যের যে সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাহারও অনুমোদন করিয়াছেন এবং বিচার ব্যাপারে কমিশনারগণের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। হাইকোর্টে আপীলের শুনানীর সময় ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চট্টোপাধ্যায় এবং মিঃ রাধিকারঞ্জন গুহ আসামী সূর্য্যসেনের পক্ষ সমর্থন করেন। মিঃ সন্তোষ কুমার বসু ও মিঃ পরিমল মুখোপাধ্যায় আসামী তারকেশ্বরের পক্ষ সমর্থন করেন। ব্যারিষ্টার মিঃ জে, সি, গুপ্ত ও মিঃ এ, কে, দাস এবং অবিনাশচন্দ্র অধিকারী কুমারী কল্পনার পক্ষ সমর্থন করেন। এডভোকেট জেনারেল স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং রায় বাহাদুর এন, এন, বন্দোপাধ্যায় ও এস, রায় চৌধুরী সরকার পক্ষ সমর্থন করেন।

জওহরলালের সত্যনিষ্ঠা

মহাসভার স্বরূপ প্রকাশ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ১৩ই নভেম্বর রাত্রিতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক বড় সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ করেন। পণ্ডিতজী বলেন, বহুদিন হইতেই তাঁহার এইরূপ অভিমত যে, মহাসভা একটি ছোট প্রতিক্রিয়াশীল দল; তাঁহারা সমগ্র ভারতের হিন্দুদের পক্ষ হইতে কথা কহেন, কিন্তু মহাসভা তাঁহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় মোটেই নহেন। তাহা হইলেও তাঁহাদের নাম ও বাক্যচ্ছটায় লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মায়। এই ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার সময় আসিয়াছে। মহাসভার কার্য্য-কলাপের ফলে, গত কয় মাসে তিনি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, আর কিছুতে সেরূপ হন নাই। আর্য্যকুমার সভা হিন্দু মহাসভারই কার্য্য-কলাপের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাসভা উক্ত সভা হইতে আরও অগ্রসর হইয়া আজমীড়ে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে মোসলমান ও খৃষ্টানদের উচ্ছেদ—হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের নীতি। মহা-সভার এই বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ভারতীয় স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে মহাসভা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা ছদ্মবেশধারী তথাকথিত স্বাদেশিকতা মাত্র। মহাসভা শুধু তাঁহাদের তীব্র ও সঙ্কীর্ণতম সাম্প্রদায়িকতাই যে গোপন করিতেছেন, তাহা নহে, তাঁহারা হিন্দু যমীদার ও রাজন্যদের স্বার্থরক্ষার ইচ্ছাও করিতেছেন। মহাসভার দায়িত্বপূর্ণ নেতারা যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে স্বাদেশিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। হিন্দুর সর্ব্বপ্রকার উদার বৃত্তিগুলি চাপা দেওয়া হইতেছে। মহাসভা সর্ব্বপ্রকার সমাজতান্ত্রিকতা ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রকাশ্য নিন্দা করিয়া স্বার্থবান সম্প্রদায়গুলির প্রতি আনুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান নীতি অপেক্ষা অধিক অবনতিকর, প্রতিক্রিয়াশীল, স্বাদেশিকতা বিরোধী, উন্নতি-পরিপন্থী ও ক্ষতিকারক কোন কিছুর কল্পনা করা কঠিন। মহাসভার নেতারা বুঝিয়া রাখুন, এই নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল অবশিষ্ট ভারতবাসী হিন্দু ও অ-হিন্দুদের পক্ষে হইবে, তাহার (উক্ত নীতির) সম্মুখীন হওয়া ও তাহাতে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ট্রেণে ডাকাতির চেষ্টা

যাত্রীর অঙ্গে ছুরিকাঘাত

মাদুরার ৮ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ শেনকোট্টার প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানা যখন অম্বাতুরাই ও কোদাইকানালের মধ্যে চলিতেছিল, সেই সময় চলন্ত ট্রেণে ডাকাতির চেষ্টা করা হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জনৈক দুর্বৃত্ত ট্রেণের একটা কামরায় উঠে। সেখানে একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্ম্মচারী, তাঁহার স্ত্রী ও রেলের আর একজন কেরাণী ছিলেন; প্রকাশ, সে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে উক্ত পুরুষ দুইটির অঙ্গে ছুরী মারে। স্ত্রীলোকটি বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিলে ট্রেণ থামিয়া যায়। তখন লোকটিকে গ্রেফ্‌তার করা হয়।

যুবতীর শোচনীয় মৃত্যু

চুঁচুড়ায় ট্রেণ দুর্ঘটনা

হুগলী জেলার চন্দননগর হইতে একটি ২২ বৎসর বয়স্কা বাঙ্গালী যুবতীর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জানা যায়, ঘটনার দিন প্রাতে স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্বামীর সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরে যান; অপরাহ্নে চুঁচুড়ার ট্রেণ ধরিবার জন্য তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসেন এবং ব্যাণ্ডেল লোকাল ট্রেণে চাপেন। মেয়েটী স্ত্রীলোকের কামরায় ছিলেন। গাড়ী চন্দননগর পৌছিলে স্বামী আসিয়া স্ত্রীলোকটীকে বলেন যে, তাঁহারা পরের ষ্টেশনে নামিবেন এবং মেয়েটীকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলেন। গাড়ী চুঁচুড়ার কাছাকাছি আসিলে বেগ কমাইয়া দেয় এবং গাড়ী প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া যুবতী নাকি কামরার দরজা খুলিয়া দেন। তখন তিনি কামরা হইতে লাইনের কাছে পড়িয়া যান। চুঁচুড়ায় আসিয়া স্বামী স্ত্রীকে খুঁজিয়া পান নাই, তখন অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এমন সময় একজন পথিক বলে যে, সিগন্যালের কাছে সে একটা স্ত্রীলোককে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে। কোনরূপ চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বেই যুবতী মারা গিয়াছেন। স্থানীয় পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

দেওয়াস রাজ্যের ভবিষ্যৎ

সরকারী মহলে জল্পনা কল্পনা

দেওয়াস রাজ্য সম্পর্কে গত ১২ই তারিখে ভারত সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সরকার অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু দেওয়াসের শাসন-ব্যবস্থার সরকার নূতন কি পরিবর্ত্তন করিতেছেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, দেওয়াসের শাসন-ব্যাপার লইয়া বড়লাটের মধ্যপ্রদেশস্থিত এজেন্টের সহিত ভূপালের পলিটীক্যাল এজেন্ট কর্ণেল ল্যাংয়ের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছে। বড়লাটের মধ্য প্রাদেশিক এজেন্ট শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা বড়লাটের নিকট পেশ করিলে বড়লাট অবিলম্বে উহা ভারত সরকারের নিকট উপস্থিত করিবেন। যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা না হয়, তদবধি সার জেমস রবার্টের সভাপতিত্বে বর্ত্তমান কাউন্সিল বৃটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দেওয়াসের মহারাজা রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করায়, বৃটিশ সরকার দেওয়াসের শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, দেওয়াসের মহারাজা ২৬শে আগষ্ট তারিখে কর্ণেল ল্যাঙ্গের নিকট পত্র যোগে ছয় লক্ষ টাকা ঋণ চাহিয়াছিলেন।

১৮ই পর্য্যন্ত সময় বৃদ্ধি

পণ্ডিচেরী হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মর্ম্ম দেওয়াসের ব্যাপার সম্বন্ধে এখনও শেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই সংবাদে প্রকাশ, মহারাজ ভারত সরকারের আর একখানা পত্র পাইয়াছেন। উক্ত পত্রে তাঁহাকে বলা হইয়াছে, স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপই থাকুক, মহারাজা যেন ১৮ই নবেম্বরের মধ্যে তাঁহার রাজ্যে ফিরিয়া যান। যদি মহারাজ এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে স্যর হ্যারি হেগ নিজে তাঁহার রাজ্য পরিদর্শনে যাইবেন এবং বড়লাটের এজেন্টের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। মহারাজ যাহাতে উক্ত দিবসের মধ্যে তাঁহার রাজ্যে ফিরিতে পারেন, তাঁহার স্বাস্থ্যের সেরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, ভারত সরকার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। যদি সেইরূপ ঘটে, তাহা হইলে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যভার স্যর হ্যারি হেগের হস্তে থাকিবে; তাহার পর সার ফ্রেডারিক সাইক্‌স্ আসিয়া সে ভার গ্রহণ করিবেন। সার ফ্রেডারিকের ১০ই ডিসেম্বর গভর্ণরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার মত না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপ থাকিবে।

ঢাকাতে অগ্নিকাণ্ড

সূত্রাপুর বাজার ভস্মীভূত

গত ১৩ই নভেম্বর অপরাহ্নে ঢাকা সূত্রাপুর বাজারে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আগুন নিবাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ফলে, সমগ্র বাজারই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, আগুন পাশের বাড়ীগুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্যও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আনুমানিক প্রায় ২৫ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

স্যর মোহাম্মদ হবিবউল্লা

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানী গ্রহণে সম্মতি

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুরের বর্ত্তমান দেওয়ান মিঃ টি, অষ্টিনের কার্য্যকাল আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৩৪) শেষ হইলে তাঁহার পদ স্যর মোহাম্মদ হবিবুল্লাকে দেওয়া হইবে। তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। স্যর মোহাম্মদ হবিবুল্লা দেশের অনেক কাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। উত্তর আর্কটের হিন্দু-নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজনীতিক ব্যাপারে তাঁহার কোনরূপ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন এবং মাদ্রাজ শাসন সংসদের রাজস্ব সদস্য ও বড়লাটের শাসন পরিষদের শিক্ষা-সদস্য ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার এক জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং জাতিসঙ্ঘের ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীতেও নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

'আনন্দবাজারের' বিপদ

দুই হাজার টাকা বাযেয়াফ্‌ৎ

'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে সরকারের দাবী অনুযায়ী যে চার হাজার টাকা যামীন রাখা হইয়াছিল, সরকার তাহা আংশিকভাবে বাযেয়াফ্‌ৎ করিয়া দেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় প্রেস যরুরী আইনের দশ ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী দুই হাযার টাকা বাযেয়াফ্‌ৎ করিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর ও ১৮ই অক্টোবরে 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত "আন্দামানে নির্ব্বাসন" ও "শ্রীশ্রীকালী" শীর্ষক মূল প্রবন্ধকে সরকার নিজেদের কার্য্যের জন্য দায়ী করিয়াছেন। মঙ্গলবার 'আনন্দবাজারের' সম্পাদকের উপর এই সম্পর্কে আবশ্যক নোটীশ জারী করা হইয়াছে। গত ১০ই জানুয়ারী সরকার 'আনন্দবাজারে'র এক হাযার টাকা যামীন বাযেয়াফ্‌ৎ করিয়া চার হাযার টাকা যামীন দাবী করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই চার হাযার হইতে দুই হাযার টাকা বাযেয়াফ্‌ৎ করা হইল।

আয়ু থাকিতে মারে কে?

শ্মশান হইতে গৃহে প্রত্যাগতা

কলিকাতার উকিল বাবু জীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী গর্ভাবস্থায় প্রায় ৪ মাসকাল অম্ল ও উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন! শেষে মাসাবধিকাল রক্তশূন্যতা ও তজ্জনিত জ্বরে ভুগিবার পর, গত পূর্ব্ব শুক্রবার হইতে তাঁহার অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়া পড়ে। ঐ সময় ইন্‌জেক্‌শন দ্বারা রোগিণী কোন রকমে রক্ষা পান। পরদিন শনিবারে ইন্‌জেক্‌শনে কোন ফল না পাওয়ায় রেক্‌টমে স্যালাইন্ ও গ্লুকোস প্রয়োগ করা হয়। গত সোমবার জ্বর অধিক হয় এবং রাত্রিতে দুই তিনবার ভেদ হইয়া নাড়ী খারাপ করিয়া ফেলে। ডাক্তার বাবুরা ঐ রাত্রেই তিনবার উপর্য্যুপরি দেখিয়া স্যালাইন ইন্‌জেক্‌শন দিয়া রোগিণীর আশা-ভরসা এক প্রকার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রাত্রি দুইটার পর জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, ভোর ৫৷৹টার সময় মৃতার দেহ কাশীমিত্রের ঘাটে দাহ করিতে [illegible] হয়। সেখানে মৃতার কাটা তুলিবার কালীন চোখের পাতা একটু নড়িতে দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার স্বামীকে সংবাদ প্রেরণ করেন। ডাঃ জে, এন, ঘোষকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বামী সেখানে যান। ডাক্তার একটি ইন্‌জেকশন দিয়া ও ফলের রস খাওয়াইয়া রোগিণীকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। এক্ষণে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন, রোগও অর্দ্ধেক সারিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বদল মোসলেম-সম্মিলন

ডিসেম্বর মাসে অধিবেশন

লক্ষ্ণৌয়ে মোসলমান নেতৃবৃন্দের যে ঘরোয়া আলোচনা চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহার উপসংহার হইয়াছে। উক্ত আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ২৫শে ও ২১শে ডিসেম্বর পাটনায় সর্ব্বদল-মোসলমান-সম্মেলন হইবে। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ প্যালেষ্টাইন সমস্যার আলোচনাতেই সমধিক ব্যাপৃত হন। কিন্তু তাহারও কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। সর্ব্বদল-মোসলমান সম্মেলনে উহার পুনরায় আলোচনা হইবে এবং সেই সময় ভারতীয় মোসলমানগণের পক্ষ হইতে ঐ বিষয়ে সমবেতভাবে প্রচেষ্টার বিষয় বিবেচিত হইবে।

সাঁওতালের প্রতি পুলিশের গুলী

সাঁওতালে পুলিশে সংঘর্ষ

বেলতলা গ্রামটি দিনাজপুর জেলার বংশীহরি থানা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় প্রায় ২ হাজার সাঁওতালের সহিত স্থানীয় পুলিসের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সাঁওতালদের হাতে লাঠি ও তীর ধনু ছিল। সাঁওতাল সমাজে বিবাহ উপলক্ষে সাধারণের বিশেষ শান্তিভঙ্গের সংবাদ পাইয়া পুলিস তথায় গমন করে। প্রকাশ, অবস্থা আয়ত্বের বহির্ভূত দেখিয়া পুলিস গুলী চালায়। তাহার ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কেহ আহত হইয়াছে কিনা ঠিক জানা যায় নাই। দিনাজপুর হইতে প্রায় ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী বেলতলা গ্রামে গত ১০ই নবেম্বর প্রায় দেড় হাজার সাঁওতালের সহিত বংশীহরি থানার পুলিসের বিষম সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিষাছে। ফলে, ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে গুলী চালাইতে হয়। দিনাজপুর হইতে বংশীহরিতে সশস্ত্র পুলিস প্রেরণ করা হইয়াছে।

চিঠির তাড়া

—(:*:)—

প্রশস্তি-পত্র

(১)

যে সময় উপযুক্ত পথ-প্রদর্শনের অভাবে বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সমাজ দিশাহারা হইয়া যাইতেছিল, যখন তাহাদের মনের কথা—প্রাণের ব্যথা ব্যক্ত করিবার উপায় ছিল না, সেই সময়—সেই দুর্দ্দিনে দুঃখের ঘোর অমানিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া বঙ্গীয় মোসলেমের ভাগ্যাকাশে আশা-রবি—"মোসলেমের" উদয় হইল। অদ্য শুক্রবারের বালার্কোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মোসলেম' আসিয়া দেখা দিল। মনঃপ্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কাগজের প্রথমেই দেখিলাম বঙ্গের পুরুষসিংহ, বিরাট কর্ম্মী, শিক্ষা-বিভাগের সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মওলবী এ, কে, ফযলুল হক ইহার প্রধান সম্পাদক। পত্রিকাখানি কোন বিশেষ দলের বাহন হইয়া পরিচালিত হইবে না। ইহা বঙ্গ ও আসামের প্রজার মর্ম্মব্যথা, প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি করিতেই আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রজারই সর্ব্বস্বধন হইবে। এ নিমিত্ত আমি বঙ্গীয় মোস্‌লেম-সমাজ ও তাহাদের 'রাহ্‌নামা' আলেম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে রহমানোররহিম আল্লাহ্‌ তায়ালার দরগায় ইহার দীর্ঘ জীবন ও স্থায়ী উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি, আপন কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত থাকিয়া বঙ্গ-আসামের সোয়া তিন কোটি মোসলমানের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর করতঃ এই পত্রিকাখানি শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে।—আমিন।

আফ্‌সারউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক জম-ইয়তে ওলামা

গুরুতর অভিযোগ

জনাব সম্পাদক সাহেব,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই চিঠিখানা লিখিতেছি। আশা করি, আপনি ইহা আপনার নব-প্রকাশিত 'মোস্‌লেম'-পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, কলিকাতার কতিপয় মোস্‌লেম যুবক স্থানীয় 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল্ গার্লস্ স্কুলে'র সাহায্যের জন্য একটি 'ভ্যারাইটি এন্টারটেন্‌মেন্টের' আয়োজন করিয়াছেন। আমরা কতিপয় ছাত্র কলিকাতার গণ্যমান্য ভদ্রোলোকদের নিকট আজ কয়েকদিন ঐ "সাহায্য-রজনীর" টিকিট বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছি। যাঁর যতদূর সম্ভব প্রায় প্রত্যেকেই আমাদিগকে এ বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। গত সোমবার সন্ধ্যায় আমরা কতিপয় ছাত্র মিলিয়া মিঃ আবদুল মজিদ (এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট) এর নিকট যাইয়া আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। তিনি বলেন যে, সাখাওয়াৎ গার্লস স্কুলের প্রতি তাঁহার মোটেই কোন সহানুভূতি নাই। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "I hate it, because it is communal. I hate all the communal Institutions or organisations." তিনি বলেন যে, তাঁহার সঙ্গে জাতি বা ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। ইহার উত্তরে আমরা দুই একটা কথা বলিতে গেলে তিনি অত্যন্ত "অভদ্র" ভাষা প্রয়োগ করেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মোসলমান বলিয়াই তিনি হাকিম হইয়াছেন। আজকাল আমাদের সমাজে একদল লোক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা দায়ে ঠেকিলেই, অর্থাৎ মহসিন ফণ্ডের বৃত্তি, স্কুল-কলেজের ফ্রিশিপ, বি, সি, এস, আই, পি, এস বা আই, সি, এস-এর নমিনেশন লওয়ার বেলা নিজেদেরে মোসলমান বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু যখনই সেই দায় সরিয়া যায়, তখনই আবার খোলস ফেলিয়া স্বকীয় নিজস্ব মূর্ত্তি ধারণ করেন। আমরা এই পালের অনেককে চিনি এবং জানি—এবং সময় থাকিতে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতে চাই যে, এইরূপ চালবাযী আর বেশীদিন চলিবে না। নব-জাগ্রত মোসলেম যুবকের দল আজ এর উপযুক্ত কৈফিয়ৎ তলব করিতেছে।

সৈয়দ আযিযুল্ হক
কলিকাতা।

প্রচার-ভ্রমণ

বিগত অক্টোবর মাসে 'ইস্‌লামিক মিশন সোসাইটীর' পক্ষ হইতে জনাব মওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর থানার অধীন জিলাদি, গন্ধর্ব্বপুর, হিরামন, নিশ্চিন্তপুর ও অন্যান্য কয়েকটী গ্রামে সভা সমিতি করিয়া ইস্‌লামের উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন এবং প্রত্যেক সভাতেই দেশের আর্থিক ও শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর নবেম্বর মাসের প্রথমে তিনি কলিকাতা আগমন করিয়া কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন।

মিশনারী ইন্‌চার্জ্জ, ইসলামিক মিশন সোসাইটী।
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরদেশী

—:০:—

জার্ম্মাণীতে সাধারণ নির্ব্বাচন

নাযিদলের জয় জয়কার

বার্লিনের, ১৩ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রিস্‌ষ্টাগে বা জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের অতিসুন্দর এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্টীয় ইতিহাসে এরূপ শান্তিপূর্ণ নির্ব্বাচন আর হয় নাই। প্রচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হার গোয়েবেলার নির্ব্বাচন কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। এত শান্তভাবে দিন কাটিয়াছে যে, কোথাও কোনও লোক আহত পর্য্যন্ত হয় নাই, এমন কি আগে যে সমস্ত স্থানে কমিউনিষ্টদের প্রবল বিক্রম ছিল, সেই সমস্ত জায়গাতেও নির্ব্বাচনী বিজ্ঞাপনপত্র পর্য্যন্ত কোন প্রাচীরগাত্র হইতে ছেঁড়া যায় নাই।

ভোটের ফলাফল

রিস্‌ষ্টাগের নির্ব্বাচনের যে শেষ ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, মোট ৪২৯৭৫০০০ ভোটের মধ্যে নাযীদের পক্ষে ৩৯,৬২-৬৬৪৭ ভোট হইয়াছে এবং ৩৩৪৮৩৬ ভোট বাতিল হইয়া গিয়াছে।

জনমত নির্দ্ধারণের জন্য মোট যে ৪৩৪৩৮০৪৬ ভোট দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪০৫৮৮৮০৪ ভোটে "হাঁ"র পক্ষে (অর্থাৎ সরকারী নীতি সমর্থনের পক্ষে) এবং ২১০০১৮১ ভোট "না"র পক্ষে (অর্থাৎ সরকারী নীতির বিরুদ্ধে) প্রদত্ত হইয়াছে। ৭৫০০৬১ ভোট বাতিল হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ নির্ব্বাচন কেন হইল

বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘ এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট "পদত্যাগ করিয়া পার্লামেণ্টের নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ জনমত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করেন কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহারা বিবেক-বুদ্ধি পরিষ্কার রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্যই জনমতের নির্দ্ধারণের দ্বারা প্যার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক ভোটারকে "ভোটপত্রে" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "আপনি কি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের নীতি সমর্থন করেন? আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই কি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা বলিয়া আপনি মানেন? এবং আপনি এই নীতি পালনের জন্য পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণে প্রস্তুত আছেন কি?"

ভোটারগণের উপর এই নির্দ্দেশ ছিল যে, যাঁহারা উক্ত প্রশ্ন অনুসারে সরকারী নীতি স্বীকার করিবেন, তাঁহারা ভোটে 'হাঁ" বলিয়া রায় দিবেন এবং যাঁহারা সরকারী নীতি অসমর্থন করিবেন, তাঁহারা "না" বলিবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও জনমত বিপুলভাবে হার হিটলারকেই সমর্থন করিয়াছে এবং পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে যদিও নাযীদলই সমস্ত ভোট পাইয়াছেন, তথাপি একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে নাযীদল ভিন্ন অন্য কোন দল নাই।

হিণ্ডেনবার্গের বক্তৃতা

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ভন্ হিণ্ডেনবার্গ তাঁহার প্রাসাদ কক্ষ হইতে রেডিওযোগে এক বক্তৃতা দিয়াছেন এবং উহাতে হার হিটলারকে তাঁহার সাহস, শক্তিমত্তা এবং সক্রিয় নীতির জন্য উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি জীবনে তিনটি মহাযুদ্ধের বীভৎসতা দেখিয়াছেন, সুতরাং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করিতে পারেন। বাস্তবিক একমাত্র শান্তি ভিন্ন জার্ম্মানীর অন্য কোন কামনা নাই, কিন্তু সেই শান্তি সকলের সহিত সমান অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। জেতা এবং বিজেতার হিসাবে তফাৎ করিয়া দেখা হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণী বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করিয়াছে। যদি অন্যান্য শক্তি অস্ত্রহ্রাসে, এমন কি সম্পূর্ণ রকম নিরস্ত্রীকরণ সম্মত হয়, তবে জার্ম্মাণীও তাহাতে সানন্দে যোগ দিবে।

হার হিটলারও রেডিওযোগে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য বারের মত "সরকারী কেন্দ্রে" ভোট দেন নাই, কোনও শ্রমিক কেন্দ্রে গিয়া ভোট দিয়াছেন। পূর্ব্ববারের নির্ব্বাচনে হার হিটলার ১ কোটী ৭০ লক্ষ ভোট পাইয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্ত-সার

—(:০*০:)—

বিহারে কলেরা মাহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। প্রত্যহ ৪।৫ জনের মৃত্যু হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে কলেরার প্রতিকারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে।

*   *   *

আমেরিকায় ডলারের মূল্য লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম হওয়ায়, ক্যানাডার তের হাজার পোষ্টাফিসের উপর আদেশ হইয়াছে, তাঁহারা যেন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রচলিত মুদ্রা গ্রহণ না করেন।

*   *   *

প্রকাশ, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বিহার ও উড়িষ্যার লাট স্যর জেমস সিকটন ছুটিতে যাইতেছেন, তৎস্থলে লাটের শাসন পরিষদের সদস্য অনারেবেল মিঃ হুইটলী অস্থায়ী গভর্ণরের কাজ করিবেন।

*   *   *

গোকুলচাঁদ বড়ালের মৃত্যুতে মধ্য কলিকাতা অ-মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে সদস্যপদ শূন্য হইয়াছে, সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য উক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে উপ-নির্ব্বাচন হইবে।

*   *   *

মধ্য প্রদেশের কারাগার সমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেপ্টানাণ্ট কর্ণেল খানের মৃত্যু সম্পর্কে সরকারী খবর এক্ষণে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে।

*   *   *

মীরাট জেলার মাওয়ানা গ্রামে মোসলমান মেষপালকদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উহাদের ২ দল লোকের মধ্যে মারামারির ফলে ২ জন মারা গিয়াছে ও আরও অনেকে গুরুতর যখম হইয়াছে।

*   *   *

৪০ জন ডাকাত বন্দুক ও বর্শাসহ কানপুর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী গজনের নামক [illegible] ডাকাতদল ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ডাকাতের গুলীতে দুইজন গ্রামবাসী নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

*   *   *

গভীর রাত্রে ফুলগাবী ষ্টেশনে ডাকাতির চেষ্টা করার অভিযোগে ইন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ফণী চক্রবর্ত্তী ও ব্যাস কুণ্ডুকে উক্ত রেলষ্টেশনের কর্ম্মচারীবৃন্দ গ্রেফ্‌তার করে। কিন্তু ধৃত যুবকত্রয়ের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায় মহকুমা হাকিম তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

*   *   *

ডোরা সিলিষ্টাজার বাস কলম্বিয়ায়। তাঁর বয়স এক্ষণে ১০৫ বৎসর। পুত্রকন্যা, বধূ, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, জামাই, নাতজামাই, নাতবৌ। প্রভৃতি লইয়া তাঁর বংশে নরনারীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯৪৬ জন এবং বৃদ্ধা ডোরা তাহাদের প্রত্যেকের নাম জানেন এবং তাদের চেনেন।

*   *   *

জার্ম্মাণীতে ১৩ বৎসরের একটি বালক এক রকম নূতন ধরণের বন্দুক তৈয়ার করিয়াছে—জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট সে বন্দুক দেখিয়া তাহাকে পাঁচশত পাউণ্ড পুরস্কার দিয়াছে। এডুকেশন অ্যাক্ট (Education Act)এর বিধিমতে ছেলেটির মস্তিষ্ক এখনো শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হয় নাই।

*   *   *

সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পর প্রথম গবর্ণর লেডী গ্রিফিথস্ সমভিব্যাহারে ব্যবস্থাপক সভায় বিশিষ্ট দর্শকদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ মেরচাঁদ খান্না বালকদের ধূমপান নিষিদ্ধ করিবার জন্য যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা বিনা আলোচনাতেই গৃহীত হইয়াছে।

*   *   *

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ তরীক আমীর আলি ২৪শে নভেম্বর হইতে ১৯৩৪ সালের ছুটী আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত অবসর লইতেছেন। রাজপ্রতিনিধি তাঁহার স্থানে বাঙ্গালার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ অশোক কুমার রায়কে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী নূতন জজ নিযুক্ত করিয়াছেন

এখানে সংবাদ আসিয়াছে যে, সীমান্তর পরপার হইতে একদল পাঠান আসিয়া গত শনিবার পিশিল তহশীলে গুলিস্থানের ঘাঁটি আক্রমণ করে। উভয় পক্ষই গুলী চালায়। কিন্তু কোনও পক্ষে কাহারও হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকগুলা আবার সীমান্তের পরপারে পালাইয়া গিয়াছে।

*   *   *

গত ১৪ই নবেম্বর সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যক্তির নিকট এই মর্ম্মে এক তার আসিয়াছে যে, ইংলণ্ডে স্যর মানচারজী ভবনগরীর মৃত্যু হইয়াছে। স্যর মানচারজী দুইবার কমন্স সভার সদস্য হইয়াছিলেন। পরলোকগত দাদাভাই নৌরযীর পর ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই প্রথম এই মর্য্যাদা লাভ করেন।

*   *   *

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু হইলে নানা দেশের নানা বৈজ্ঞানিক রুস গভর্ণমেণ্টের কাছে তাঁহার একটু মস্তিস্ক (brain) প্রার্থনা করেন। উদ্দেশ্য—মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবেন। রুস গভর্ণমেণ্ট তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক ৩১০০০ বৈজ্ঞানিক টুকরা হিসাবে পাইয়াছিলেন।

*   *   *

রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজমীড় মাড়োয়ারের জুডিশিয়াল কমিশনার মিঃ বিশ্বম্ভরনাথ ভার্গবকে ওকালতী ব্যবসায়ের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। মিঃ ভার্গব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ছিলেন। বীওয়ার প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য তাঁহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়।

*   *   *

ব্যায়ামবীর দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং তাঁহার পত্নী সরোজ দেবী তিন দিন উপর্য্যুপরি ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। সরোজ দেবীর বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। তিনি অদ্ভুত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করেন। তিনি দুই প্যাকেট তাস ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং একটি লোহার দণ্ড গলার সাহায্যে বাঁকাইয়া ফেলেন। তিনি ছোরা ও লাঠী খেলা এবং অসি-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীনী।

*   *   *

গত ৭ই নভেম্বর দিল্লীর এক বিশিষ্ট মহাজনের গদীতে জনৈক অপরিচিত কুলী একটি রহস্যজনক পার্শেল দিয়া বলিয়া যায় যে, খাজা হাসান নিযামী ইহা পাঠাইয়াছেন। পার্শেলটি হাফিয নুরুদ্দীন নামে একজনের নামে প্রেরিত। হাফিয নুরুদ্দীন পার্শেল খুলিয়া দেখিতে পান যে, তন্মধ্যে একটি ভীষণাকৃতি নরকঙ্কাল। পার্শেলের মধ্যে একটি ছোট রুমালে কিছু সন্দেশ বাঁধা ছিল।

*   *   *

কয়েকদিন পূর্ব্বে পিশিন তহশিলের কুচালক নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী ইন্দুচীনা নামক স্থানের ছাউনীতে একজন গুর্খা সৈন্য পাহারা দিতেছিল, এমন সময় একজন পাঠান ডাকাত তাহার বন্দুক কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে কুঠার হস্তে তাহাকে আক্রমণ করে। গুর্খা সৈন্যটি সামান্য আঘাত পাইয়াছে। পাঠানকে ধরা যায় নাই; সে পলাইয়া গিয়াছে।

*   *   *

সোমবার দিন ময়দানে মোহনবাগান মাঠে একটি সুবেশ, সুশ্রী যুবককে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, যুবকের নাম অনাদি নাথ মুখুয্যে, বয়স ৩০ বৎসর, বাড়ী হুগলিতে। সে পটাসিয়াম সায়েনাইড খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সে পিতামাতার নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া গিয়াছে, তাহাতে জানাইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নয়।

*   *   *

সম্প্রতি সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় দুইটি বে-সরকারী আইন পাশ হইয়াছে। এক আইনে বেশ্যালয় বন্ধ করিবার ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটী কমিটীর উপর অর্পণ করা হইয়াছে। আর এক আইনে অপরিণত বয়স্কদিগের ধূমপান বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গত দেড় বৎসর হইল এই প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবার পর সর্ব্বপ্রথম এই দুইটি বে-সরকারী আইনের পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইয়াছে।

বাজার-দর

—০:*:০—

পাটের বাজার

পাকা পাঁট—অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গতকল্য অপেক্ষা ২॥০ শিলিং চড়া আসিয়াছিল এখানে ১নং তৈরী মাল ২৫০—২৫৲ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

কাঁচা পাঁট:—কোনই কারবার হয় নাই জাত LXR এবং LR ৩৸০ ও ৪৲ টাকা দরে বিক্রেতা ছিল।

ফাটকা—অদ্য বাজার খোলার সময় ডিসেম্বরের দর ২৬৸/০ এবং বন্ধ হওয়ার সময় ২৬৶/০ ছিল।

রেলওয়ে আমদানী

	২৫শে অক্টোবর	১লা জুলাই হইতে
১৯৩৩	১২৪০০৬/	৭২১৯২০৩/
১৯৩২	১৩২৭৯/	৬৯৩৮১১০/

সোণার দর

কলিকাতা ১৩ই নবেম্বর

পাকা সোণা	প্রতি ভরি ৩২৷৶০
বড়াল বার	" " ৩২৷০
চনা পাতা	" " ৩৪৷০
রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৬৷৶০
ঐ খুচরা	৫৬৸৶০

কলিকাতার খুচরা বাজার দর

(১৭-১১-৩৩)

সিদ্ধ চাউল		প্রতি সের
দাদখানি (রুগীর পথ্যের)	৶১০ হইতে	৷১০
কাটারিভোগ		৶৫
বাদসাভোগ	/১৫	৶০
মাজা (আবদালপুর)	৶০	৶৫
বাঁকতুলসী		/১৫
আতপ চাউল		
পেশোয়ারী পোলাওয়ের জন্য সরেশ		৷৶০
গোবিন্দ ভোগ	৶১০	৶০
কালজিরা	৶১০	৶০
চিনিশকর	৶১০	৶০
কামিনী		৶০
সৈন্দব		/১৫
করকচ		/৫
ডাল		
ভাজা মুগ ডাল	৶০	৶১০
ঐ সোণামুগ		৶০
ঐ সাধারণ		৶১০
অড়হর	৶০	৶০
ছোলার ডাল	/১৫	৶০
মটর ডাল		/১৪
খেসারী		/০
খাড়ি মশুর	৶০	৶৫
কাবলী ছোলা	৶১০	৶০
ছোলা (গোটা)	/১০	/১২
আটা ময়দা		
বি আটা		৶৫
এ আটা		৶৫
ময়ূর ও তোতা ময়দা		৶৫
সুজি		৶৫
ছাতা মার্কা		১৷৶০
ভাণ্ডরা		১৷৶০
শ্রী		১৷৶০
মাখন আলান		১৷০
খুরজা	১৲	১৶০
চিনি		
কাশীর চিনি	৷/০	৶০
দেশী	৶১৫	৷০
বাটা চিনি		৶১০
কাণপুর সাদা		৶৫
ঐ লাল		৶১৫
সাদা স্তাভা		৷১০
আখের গুড়		৶০
তৈল		
ঘানি (দেওলের)		৷৶১০
খাঁটি সরিষা		৷/০
নারিকেল তৈল (কোচিন)		৶০
রেড়ি		৷১০
করগেট টীন		
করগেট টিন (২২ গেজ)	১১৶০	১৩৲
ঐ (২৪ গেজ)	১০৸৶০	১৩৲
গ্যালভানাইজড চাদর (২৪ গেজ)	১১৷০	১৩৲
গ্যালভানাইজড চাদর (২৬ গেজ)	১২৷০	১৩৷০
কাঁটা তার		৮৸৶০

শরিয়ত-লাইব্রেরী

এই লাইব্রেরী হইতে এক সঙ্গে আট টাকার অধিক পুস্তক লইলে এক বৎসরের "শরিয়তে-এস্‌লাম" মাসিক পত্রিকা কমিশন বাবদ বিনা মূল্যে পাইবেন।

(নিম্নোক্ত পুস্তক সমূহ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মৌজুদ আছে)

মওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব প্রণীত গ্রন্থাবলী :—

আলেফ-লাম্ মিম্ পারার তফসীর—মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ছাইয়াকুলো পারার তফসীর—দেড় টাকা।

তেল্‌কার রোছোলো প্যারার তফসীর—আড়াই টাকা।

আমপারার তফসীর—আড়াই টাকা।

মোসলেম প্রদীপ—ইহাতে মোসলমানের ইহ পরকালের বহু প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা পাঠ করিয়া দোজাহানের ফায়েদা হাছেল করুন। মূল্য পাঁচ আনা।

কলেমাতোল কোফর—বার আনা

জরুরী-ফৎওয়া—আট আনা।

ইস্‌লাম ও সঙ্গীত—আট আনা।

জবহ ও কোরবানীর মাছায়েল—॥০ আট আনা।

ছায়েকাতোল মোস্‌লেমীন—১॥০ দেড় টাকা।

এজহারোল হক বা কদমবুছির ফতোয়া—।০ চারি আনা।

কেরাত শিক্ষা—দশ আনা।

মীলাদে মোস্তফা—আট আনা

রদ্দে-বেদয়াত—আট আনা।

দলীল ও জলীলের মীমাংসা—।৶০ সাত আনা।

ওলী-আল্লাহগণের অলৌকিক জীবনী—॥০ আট আনা।

হজরত বড় পীর সাহেবের বিস্তৃত জীবনী—৸০ বার আনা।

জাকাৎ ও ফেৎরার মাসায়েল—॥০ আট আনা।

ইস্‌লাম ও বিজ্ঞান—পাঁচ আনা

কাদিয়ানী রদ—ইহা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ১ম ভাগ পাঁচ আনা, ২য় ভাগ ছয় আনা, ৩য় ভাগ পাঁচ আনা, ৪র্থ ভাগ ছয় আনা, ৫ম ভাগ দশ আনা।

হানাফী ফেকহ, তত্ত্ব বা মসলা ভাণ্ডার :—১ম খণ্ড ১।০ পাঁচ সিকা, ২য় খণ্ড ॥০ আট আনা, ৩য় খণ্ড ॥০ আট আনা।

তাবিজাত :—১ম ভাগ ।৶০ সাত আনা, ২য় ভাগ ।৵০ ছয় আনা, ৩য় ভাগ ।৵০ ছয় আনা, ৪র্থ ভাগ ॥০ আট আনা।

তরদিদোল মোবতেলীন—॥০ আট আনা।

হজ্জের মাসায়েল—বার আনা

কারামাতে আহমদিয়া—॥০ আট আনা।

পাদ্ মোঃ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেব প্রণীত গ্রন্থাবলী :—

হজরত ইসা কে?—দুই আনা।

ইসলামী বক্তৃতা—পাঁচ আনা।

রদ্দে নাছারা ও আখ্‌লাকে জমিরিয়া :—৶০ তিন আনা।

খ্রোকা ভঞ্জন :—দুই আনা।

Glory of Islam :—॥০ আট আনা।

ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ :—/০ এক আনা।

রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ—॥০ আট আনা

মাসুম মোস্তফা—আট আনা।

ইসলামের সভ্যতা—পাঁচ আনা।

বাঙ্গলা গজল—৵০ আনা।

মওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী প্রণীত গ্রন্থাবলী :—

আনওয়ারোল মাসায়েল—১ম ভাগ বার আনা, ২য় ভাগ ছয় আনা, ৩য় ভাগ চারি আনা।

স্বাস্থ্য-সুহৃদ বা **তাবিজের কেতাব** :—ইহা চার খণ্ডে শেষ হইয়াছে প্রত্যেক খণ্ড ছয় আনা।

খোৎবাগুচ্ছ—।৶০ সাত আনা।

কৃষকের উন্নতি ও দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতীকার—আট আনা।

জাতীয় কল্যাণ—চারি আনা।

ধূমপানের অপকারিতা—৶০ দুই আনা

চল্লিশ হাদীছ—এক আনা।

টোট্‌কা চিকিৎসা—দেড় আনা।

মৌলবী হাজী রুহল কুদ্দুছ প্রণীত গ্রন্থাবলী

এসলামী চালচলন শিক্ষা—।/০ পাঁচ আনা।

নাজুরোল মোজতাহেদীন—তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খণ্ড দশ আনা।

বঙ্গানুবাদ খোতবা—আট আনা।

বাগমারীর ফ্রোকা ভঞ্জন—।০ চারি আনা।

সত্যপথ ও হাজীগঞ্জের বাহাছ—।০ চারি আনা।

ওয়াজ শিক্ষা :—১ম খণ্ড দশ আনা, ২য় খণ্ড আট আনা, ৩য় খণ্ড আট আনা, ৪র্থ খণ্ড আট আনা, ৫ম খণ্ড আট আনা। ৬ষ্ঠ খণ্ড আট আনা।

জরুরী মাসায়েল—তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খণ্ড আট আনা।

মজহাব মীমাংসা—এক টাকা

নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব—।/০ পাঁচ আনা।

ফেরকাতোন্নাজীন :—॥০ আট আনা।

এামে জোমা :—।৵০ ছয় আনা।

এামে জোমা সম্বন্ধে মক্কাশরীফ ও হিন্দুস্থানের ফতোয়া। চারি আনা।

কেয়াছের অকাট্য দলীল :—॥৵০ দশ আনা।

এহকাকোল হক—দশ আনা।

আখেরেজোহর—ছয় আনা

বাহাছ (কালীগঞ্জে হানাফী ও মোহাম্মদী)—পাঁচ আনা।

বাহাছ (লক্ষীপুরে হানাফী ও মোহাম্মদী)—।০ চারি আনা।

বাহাছ (সিরাজগঞ্জে)—পাঁচ আনা।

ইবতালোল বাতেল :—।৶০ সাত আনা।

কামেওল মোবতাদেয়ীন :—১ম খণ্ড ৸০ বার আনা ২য় খণ্ড ॥০ আট আনা, ৩য় খণ্ড ৸০ বার আনা

জাকাৎ ও ফেৎরার বিস্তারিত মাছায়েল—আট আনা মাত্র।

স্বামী ও বিবির হক—মূল্য ।০ চারি আনা।

মিলাদে হবিবি—চারি আনা।

বেহেশ্‌তের সম্বল—মূল্য ।০ চারি আনা।

জরুরি বিধান—চারি আনা

মোজারাবাত তাবিজাত—মূল্য ছয় আনা।

নাজাতল আখেরাত—মূল্য ।০ চারি আনা।

বার চাঁদের এবাদত—চারি আনা

মুনশী শুকুর আলা প্রণীত গ্রন্থাবলী :—

উপদেশ লহরী—ছয় আনা।

কেয়ামতের সংবাদ ও বেহেশ্‌ৎ দোজখের বর্ণনা—৶০ তিন আনা।

আমালিয়াত ও তাবিজাত—॥৵০ দশ আনা।

মওলানার ফতোয়া—।০ চারি আনা।

সরল নামাজ শিক্ষা—চারি আনা।

চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান প্রণীত গ্রন্থাবলী :—

এমাম আজম—চৌদ্দ আনা

বেহেশতের সওগাত—৶০ তিন আনা।

ইস্‌লাম প্রচার :—চারি আনা।

নও-মোস্‌লেমের আত্মকথা—॥০ আট আনা।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর জীবন-চরিত—॥/০ আনা, বাঁধাই ৸০ আনা।

মওলানা ছঈদুল এসলাম সাহেব প্রণীত গ্রন্থাবলী :—

সত্যপথ প্রদর্শক—॥০ আনা

চশমায়ে ফয়েজ—দেড় টাকা

মওলানা মোহাম্মদ ইয়াদ আলী প্রণীত গ্রন্থাবলী :—

সমাজ-শিক্ষা ও নামাজ-শিক্ষা—মূল্য ৵১০ পয়সা।

জ্ঞানের আলো ছয় আনা।

বিভিন্ন উপযুক্ত গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী :—

তরীকত বা খোদা-প্রাপ্তি পথ—(মৌলবী শাহ আবদুল হাছানাৎ বি-এ কৃত) ॥০

বাঙ্গালা মেশকাত শরীফ—২॥০

ম্যানেজার—**শরিয়ত-লাইব্রেরী**—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারত-বিখ্যাত আলেম

মরহুম মওলানা শাহ্ রফিকউদ্দীন (রাহঃ) সাহেবের

উর্দ্দূ তরজমা সহ ও

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আব্বাছ আলি সাহেব কর্ত্তৃক

বঙ্গানুবাদ কোর্‌আন শরীফ

পুরা ৩০ পারা কোর্‌আন শরীফের সম্পূর্ণ অনুবাদ। ইহাতে প্রথমে মূল আরবী, তৎপরে উহার নীচে উর্দ্দূ তরজমা এবং উর্দ্দূর নীচে বাঙ্গলা অনুবাদ এবং হাসিয়ায় জটীল ব্যাখ্যা সমূহ দেওয়া হইয়াছে। মূল্য সুন্দর বাঁধাই সহ বড় সাইজ ১০৲, ১নং মাঝারি সাইজ ৮৲ ২নং মাঝারী সাইজ ৭৲।

বঙ্গানুবাদ আমপারা ।/০ বঙ্গানুবাদ খোতবা ৵০ ফতুহলবাম ১৸০ ফতুহল মেছের ॥/০ গোলজারে মোমেনিন ।/০ মেফতাহল এসলাম ।৶০ নছিরুল এসলাম ॥০ নেজামদ্দিন আওলিয়ার জীবনী ॥০ আরব অমিয়া ৶০ বিদায় ৵০ রমজান মাহাত্ম্য ১০

আলতাফী বুক এজেন্সী

৩৩ নং বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা।

মৌলবী মোহাম্মদ নকীবউদ্দীন খাঁ সাহেবের

কোরআনের দোয়া ও আমালিয়াত

কোরআন শরীফ এক মহামূল্য রত্ন। ইহার কোন আয়েত আমল করিলে কি ফল পাওয়া যায়, সে সমস্ত বিষয় সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সহজে কামালিয়াত হাছেল করা যায়। সমস্ত দোয়া আয়েত পরীক্ষিত। ১ম খণ্ড ।৵০, ২য় খণ্ড ।৵০, ৩য় খণ্ড ।৵০, ৪র্থ খণ্ড ।৵০ আনা।

মিনার কোং

৩৩ বেনেপুকুর রোড, কলিকাতা

S. B. B. CO.

সাউথ বেঙ্গল বিস্কুট কোং

সকল প্রকার বিস্কুট সুলভে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

নাইস (পাউণ্ড) ১ নং ।০ আনা (পাইকারী স্বতন্ত্র)

পিন (এরারুট)	।/০ আনা
নিমকি	৶০ আনা
১ নং স্কুল	৶০ আনা
২ নং স্কুল	৵১০ আনা
পেটিট্ বিউর	।৶০ আনা পাউণ্ড
ম্যারি	।৶০ " "

মফঃস্বলের অর্ডার আমরা অতি সত্বর যত্নের সহিত সরবরাহ করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

দ্রষ্টব্য :—অগ্রিম সিকি মূল্য পাঠাইতে হয়।

১০২।১ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা কল্পতরু

বা সহজ কবিরাজি, ডাক্তারী ও ইনজেকসন শিক্ষা

আপনি যদি সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারেন তাহা হইলে এই পুস্তকখানি খরিদ করুন। এই পুস্তকের সাহায্যে আর না হউক মাসে ১০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এই পুস্তকখানা অতি সহজ ভাষায় গুরু শিষ্যের কথোপকথনে লিখিত ইহাতে নাড়ীজ্ঞান, মূত্র, জিহ্বা, চক্ষু, ও তাপমান যন্ত্রদ্বারা জ্বর পরীক্ষা এবং প্রত্যেক রোগের নিদান ও ঔষধ পাতা-মূতো হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজী, ডাক্তারী এবং ইনজেকসন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক দর্শনে বাটির মেয়েরাও অনায়াসে কবিরাজি, ডাক্তারি এবং ইনজেকসন করিয়া সমস্ত রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল ।০ আনা।

গর্ভিনী জীবন।

আর দাই ডাকিতে হইবে না। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে এই ঔষধ দুই এক মাত্রা সেবনে আপনা আপনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে! পোয়াতি ও সন্তানের কোন কষ্ট নাই। রক্তভাঙ্গার ভয় নাই; সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে ফুল পড়ে। এক শিশিতে ৪।৫টা পোয়াতির সন্তান প্রসব হয়। সকল গৃহস্থের ঘরে ঘরে এক শিশি থাকা উচিত। মূল্য ॥৵০ আনা মাশুল ।৵০ আনা।

কামেশ্বর রস।

এই মহৌষধ সেবনে পুঞ্জ ও রক্ত ধাতু প্রদর ও স্বপ্নদোষ স্ত্রীলোক দর্শন ও স্পর্শনে বাহ্য প্রস্রাবের অগ্রে ও পরে বীর্য্য পতন দেহের স্থানে স্থানে বেদনা হস্ত পদাদির জ্বালা সহবাসে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুর পীড়া অচিরাৎ আরোগ্য হইয়া যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইবে। এক মাস সেবনোপযোগী এক শিশির মূল্য ১।০ মাঃ ।৵০ আনা।

ডাঃ সরদার ফকির আহম্মদ

বীরঘাটা মেডিক্যাল হল

পোঃ বিথারী, ২৪ পরগণ।

দৈব মাদুলী

অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত। ৩টী ঔষধ পুরিয়া দিয়া থাকি। ধারণে সমস্ত রোগ এক সপ্তাহে উপশম, দুই সপ্তাহে একেবারে নিরোগ করে। আর ১টী আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। একটী সুতায় করিয়া কোমরে ধারণ করিলে যে কোন অবস্থায় হউক শুক্রকে অটল রাখে। ১টীর দাম ১।০ পাঁচ সিকা, দুইটীর দাম ২॥০ আড়াই টাকা, ৪টী এক সঙ্গে লইলে দাম ৩৸০ পৌনে চার টাকা, ডাক প্যাক ।৶০।

মুন্সী ফজের খাঁ

পোঃ আন্দুলবাড়িয়া, জেলা নদীয়া।

অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন এম, এ, প্রণীত —

১। **ইস্‌লামের ইতিহাস**—২য় সংস্করণ, সমগ্র মুসলিম জগতের ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী এবং বিভিন্ন দেশের মুসলমানের কীর্ত্তিকলাপ ও জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনায় আলোচনা সংবলিত। মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ২॥০ টাকা।

২। **ইস্‌লামের ইতি-কথা**—ইস্‌লামের ইতিহাসের' সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন ইহার ১৭৯ খানি ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ৬৬ খানি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। মূল্য ১।০ আনা।

৩। **ইস্‌লাম কাহিনী**—মনোরম ছোট বই। বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্ততঃ এই বইখানি পড়া দরকার। মূল্য ।/০ উপহারের বাঁধাই ॥০ আনা।

মোহাম্মদ কাজেম এণ্ড সন্স

১৩৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published for the Moslem Publicity Board, by H. Rub at the Moslem Printing works, 47, Ripon Street, Calcutta.

মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মৌলবী মোহাম্মদ আলি হাসান সাহেব সঙ্কলিত

কোরান শরিফ

মূল আরবী সহ

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তফসীর

——:*:——

বাঙ্গলা ভাষায় ইহাই কোরান শরিফের তরজমা ও তফসীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ—আলেম ও শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক একবাক্যে উচ্চ-প্রশংসিত।

১ম হইতে ২২শ পারা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

আকার ও মূল্য ঃ—এই মহাগ্রন্থ সুপার-রয়েল আট-পেজী সুদৃশ্য মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত; অথচ ইহার মূল্য প্রতি পারা ॥• আনা হিসাবে সমগ্র ৩• পারা মাত্র ১৫৲ টাকা। ভূমিকা ও পরিশিষ্টের জন্য প্রতি খণ্ড ॥• আনা হিসাবে ১৲ অতিরিক্ত লাগিবে। ডাক-মাশুল ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র। দুই পারার কমে ভিঃ পিঃ করা হয় না। যাঁহারা নমুনা-স্বরূপ এক পারা লইতে চাহেন, তাঁহারা ৷৵• আনার ডাক-টিকিট পাঠাইয়া দিবেন।

বাংলার আলেমকুল কর্ত্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত

কলিকাতার ছাপা ছহিহ আরবী

কোরআন শরিফ

অনেকে অভিযোগ করেন যে, কলিকাতার ছাপা কোরান শরীফে বহু ভুল থাকে; আমরা বহু টাকা ব্যয় করিয়া এই অভিযোগের প্রতীকার করিতে সমর্থ হইয়াছি। উপযুক্ত আলেম ও হাফেজ সাহেবানের দ্বারা প্রুফ সংশোধন করাইয়া ১১ ছত্তরি ও ১৪ ছত্তরি কোরআন শরিফ আমরা নিজেদের প্রেসে ছাপাইতেছি। ছাপা কাগজ ও বহিঃ-সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া আমাদের কোরান শরিফ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া সমগ্র বঙ্গে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

"হানাফীর" ভূতপূর্ব্ব তেজস্বী সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেবের গ্রন্থাবলী

আছরারচ্ছালাত

ও

শারয়তুল মোসলেমিন

ইসলামী বাঙ্গালায় মসলা-মসায়েলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেতাব। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি মধুর ছন্দে ৮ বাব অতি খোলসা ভাবে রচনা করা হইয়াছে। ইহাতে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ফরজ, সুন্নত, নফল, হালাল, হারাম, ওজু, গোছল, বিবাহ, তালাক ও নেক-বদ তরিকের বয়ান এবং বিবি মিঞার মহব্বত, মা-বাপ ও পাড়া-পড়সীর হক, বার চাঁদের ফজিলত, হজরতের বয়ান এবং বেহেশত, দোজখ ও কেয়ামতের বয়ান অতি মধুর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নিত্য আবশ্যকীয় সমস্ত দোয়া-দরুদ, নামাজের নিয়ত ও কোর-আন শরিফের আয়তসমূহ আরবী ও বাঙ্গলা জবানে মানি ও মতলবসহ লেখা হইয়াছে। আকার সুবৃহৎ—প্রায় ৩•• পৃষ্ঠা মূল্য ।৵• আনা।

বেহেশ্‌তের কুঞ্জিকা　　　　কর্ম্ম-জীবনের জ্যোতি

আল্লাহতায়ালার সেরা দান—

নামাজ ও মসলা শিক্ষা

কোরান-হাদিস-সম্মত নামাজ ও মসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত সর্ব্বোত্তম বাংলা পুস্তক। ইহাতে নামাজ রোজা হজ্জ-জাকাত হালাল হারাম বিবাহ তালাক আদব কায়দা প্রভৃতি মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মস্‌লা শৃঙ্খলতা সহকারে অতি সরল ও বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-পাঠশালার বালক-বালিকাদিগের পাঠ্যরূপে লিখিত হইলেও যুবক-যুবতী প্রাচীন-প্রাচীণাও যথেষ্ট উপকার পাইবেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক শরা, দোয়া, দরুদ, বিশেষতঃ রুকু-সেজদার তসবিহ ও খোৎবা প্রভৃতি মূল আরবী, তাহার বাংলা উচ্চারণ ও সরল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা, বাজারে নামাজ ও মস্‌লা শিক্ষার যে কয়খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাল কাগজে ছাপা, মূল্য ।/• আনা মাত্র।

অভিনব সুরের জাতীয় কবিতার অপূর্ব্ব বিকাশ

ইসলাম-সঙ্গীত

অভিনব কবিতা পুস্তক। এই পুস্তিকায় সভা-সমিতিতে আবৃত্তি এবং ওয়াজ-বক্তৃতার মধ্যে পাঠ করিয়া মনোমুগ্ধ করিবার উপযোগী অনেকগুলি বাংলা গজল ও জাতীয় কবিতা গ্রথিত হইয়াছে। যাঁহারা হীরার ফুল, সোনার মালা প্রভৃতি বাজে ছড়ার বই কিনিয়া বিরক্ত ও বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই নূতন ছন্দ, নূতন সুর ও নূতন ভাবের কবিতাগুলি পড়িয়া দেখুন। মূল্য অতি সুলভ—মাত্র।• চারি আনা।

জাগরণের দুন্দুভি, তরক্কীর সোপান এস্‌লামের বিজয় নিশান

শরিয়তে-এসলাম

ধর্ম্ম সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্র।

অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল !　　　　অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল !!

খৃষ্টানী তিমির, শুদ্ধির কুহেলিকা, বেদয়া, জুলমৎ এবং উচ্ছৃঙ্খল তরুণের ভ্রান্ত মতবাদ অবসান করিয়া এস্‌লামী জাতীয়তা ও শরিয়তের পূর্ণ প্রতিধ্বনি—"শরিয়তে-এস্‌লাম" গত আট বৎসর হইতে প্রতি মাসে সুনিয়মিত ভাবে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতেছে। কোরআন, হাদীছ, তফছীর, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান সমন্বিত এসলামী রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রকৃত উন্নতির অক্লান্ত প্রচারক "শরিয়তে-এসলাম" প্রত্যেক মোসলমানের পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফুরফুরার মহামান্য জনাব পীর সাহেবের "ওছিয়ৎ-নামা" এবং মওলানা হাজী মোঃ রুহল আমীন সাহেবের প্রমুখাৎ দেশমান্য আলেমবৃন্দের লেখনী নিঃসৃত অমৃতময়ী প্রবন্ধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া "শরিয়তে-এসলাম" মোসলেম সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। অজ্ঞতার তমসায় সত্যের চির দীপ্ত মশাল—"শরিয়তে-এসলামের" সাহায্যে পথ দেখিয়া লউন। বার্ষিক মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে ১৷৵• আনা।

ম্যানেজার 'শরিয়তে-এসলাম" ৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিশুমহলে হুলস্থুল !　　　　আনন্দের তুফান !!

শিশু-সাহিত্যের ওস্তাদ-শিল্পী—

কবি শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী সাহেবের—

শিশুদের সিদ্দিক

দুনিয়ার অন্যতম সেরা মানুষ, হজরতের প্রিয় সাহাবা খলিফাদের মাথার তাজ, হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)র পবিত্র জীবন কথা। পুণ্য ও নিষ্ঠায় সুস্নিগ্ধ, জ্ঞান ও শিক্ষায় সমুজ্জ্বল, ত্যাগ ও মহিমায় উদ্ভাসিত—গল্পের চেয়েও মনোহর, রূপকথার চেয়েও আনন্দদায়ক—মধুর ঝরঝরে ভাষায় লেখা। কচি কিশোর ছেলে মেয়েদের মনে এর রস এক বিন্দু পড়লে তাঁদের আর শেরেক বেদাত ছুঁতে পারবে না। তারা জনে জনে খাঁটী মুসলমান হয়ে জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক, সমাজের কলঙ্ক দূর করে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করবে। পবিত্র ইদলফেতরের মঙ্গল দিনে আপনার আপনাদের ছেলেমেয়েদের হাতে এক একখানি উপহার দিন, দেখবেন তাদের মুখ আনন্দের হাসিতে ভরে উঠবে। ভাল কাগজে সুন্দর ছাপা, বাঁধাও মনোজ্ঞ, মূল্য আট আনা মাত্র।

শিশুদের মোস্তফা

যদি আপনি আপনার ছেলেমেয়েদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, জ্ঞানী, মানী ও বুদ্ধিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বুকের মধ্যে ধর্ম্মের মহামানিক স্থাপন করিতে সাধ রাখেন, তবে মানুষের সেরা মানুষ, আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু, পয়গম্বরদিগের মাথার তাজ মহা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মজতবা (সঃ) এর পুণ্যময় জীবন-কথা "শিশুদের মোস্তফা" পাঠ করিতে দিন। ইহার ভাষা কবিতার চেয়েও মধুর, ঘটনা বিবরণ গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ভাবধারা যারপর নাই পবিত্র, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। কেবল ছেলে মেয়ে কেন, ইহা পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া পড়িবেন। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সাধনা খোদা প্রেম উন্মত্ত বাৎসল্য দেখিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইবেন। সেই সরওয়ারে কায়েনাতের পূত জীবন-কথা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। মূল্যবান কাগজে সুচারু ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধা মূল্য ॥• আট আনা।

মুক্তি-বীণা

মুক্তি-বীণার প্রত্যেক পত্রে প্রত্যেক ছন্দে মুক্তির দুন্দুভি-নিনাদ জেহাদের লাল নিশান, শহীদের রুদ্র ভেরী শুনিতে ও দেখিতে পাইবেন। উত্থান রহিত রোগীও ইহার ঝঙ্কার শুনিলে স্থির থাকিতে পারিবেন না। জাতীয় উদ্দীপনায় চঞ্চল হইয়া স্বজাতির কল্যাণে জীবনোৎসর্গ করিতে চাহিবেন। সুন্দর এন্টিক কাগজে সুচারু ছাপা ও মনোজ্ঞ বাধাই মূল্য ॥৵• আনা মাত্র।

মস্লেম-বীণা

নবযুগের উত্থান-গীতি, বঙ্গ মোস্‌লেমের প্রাণের ঝঙ্কার অন্তরের বাণী, হৃদয়ের গাঁথা। সাম্য-মৈত্র স্বাধীনতার দুন্দুভি-নিনাদ, জাতীয় জাগরণের অনল প্রেরণা, স্বজাতি প্রেমের নর্ম্মদা-প্রগতি। ইহা পাঠকের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে, জাতীয় উন্মাদনায় উত্তেজিত করিয়া অসাড় অবসাদগ্রস্ত দেহে তেজ সঞ্চার করিয়া দেয়। ছাপা বাধা ও কাগজ সমস্তই উত্তম মূল্য ।।• আনা।

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ—প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নূতন—অনাস্বাদিত—অনাঘ্রাত চমকপ্রদ তাপস জীবনী। রাজর্ষি এবরাহিম আদহামের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধাই মূল্য ১॥• টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—১৩৯নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।